স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

হিন্দু সংহতি

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 5, Issue No. 1, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, November 2015

> ‘‘অতএব যদি মুসলমান মারে আর আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা। ...আমরা প্রতিবেশীদের কাছে আপিল করতে পারি ‘তোমরা ক্রুর হয়ো না, তোমরা ভাল হও, নরহত্যার উপর কোন ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না’—কিন্তু সে আপিল যে দুর্বলের কান্না।’
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্যায়ভাবে হিন্দু সংহতির কার্যকর্তা গ্রেপ্তার

আবার জেহাদি আক্রমণের শিকার হল মথুরাপুরের হিন্দুরা। গত ১১ই সেপ্টেম্বর, ঈদের কিছুদিন আগে, হিন্দুবহুল তালুক রাণাঘাটা মিলন সঙ্ঘের বাজারে মুসলমানদের গোমাংস বিক্রির দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা। সেই সময় স্থানীয় হিন্দুদের একতায় ও প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে সেই দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলিমদের সেই আক্রোশ থেকেই যায়। এর পরিণতিতে ২৫ শে অক্টোবর, রবিবার রাতে মথুরাপুর থানার অন্তর্গত রাণাঘাটা অঞ্চল আক্রমণ করে মুসলিমরা। তাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছয়টি বাড়ি ও তিনটি দোকান। এরমধ্যে স্থানীয় শ্যামল প্রামানিকের বাড়ি সহ তিনটি বাড়ি থেকে সোনাদানা লুটপাটকরার পর বাড়ির অন্যান্য জিনিসপত্র সম্পূর্ণ তছনছ করে দেয় আক্রমণকারীরা। হিন্দু মহিলারা বাধা দিলে আক্রমণকারী দুষ্কৃতিরা তাদের শ্লীলতাহানি করে। ঘটনার পর আট জন মুসলিমের সাথে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে, তিনজন হিন্দুকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি আছে এবং প্রচুর সংখ্যায়।

পুলিশ মোতায়েন আছে। পরদিন হিন্দু সংহতির তিনজন প্রমুখ কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে মথুরাপুর থানায় গিয়ে অভিযোগপত্র দায়ের করতে সাহায্য করেন। সন্ধ্যায় তাঁরা যখন থানা থেকে ফিরছিলেন, তখন পুলিশ সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে। জানা যায়, স্থানীয় শাসকদল তৃণমূলের চাপে হিন্দু ও মুসলিম গ্রেফতারের সংখ্যা সমান করতে মথুরাপুর থানার পুলিশ এই ঘৃণ্য কাজ করে। হিন্দু সংহতির এই তিনজন কর্মী যুধিষ্ঠীর মন্ডল, রাজকুমার সরদার ও জয়দেব নাইয়া বর্তমানে ডায়মন্ডহারবার জেলে আছে।

কালিয়াচকে ‘ক্ষত্রিয় জাগরণ যজ্ঞ’

কালিয়াচকের নয়াগ্রাম টিটি পাড়ায় বিপুল উৎসাহের সাথে সম্পন্ন হল ‘ক্ষত্রিয় জাগরণ যজ্ঞ’। রাণাপ্রতাপ সিংহের ৪৭৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে রাজ্যব্যাপী এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। বাঙলার ক্ষত্রিয়সমাজের প্রতিনিধি বর্গক্ষত্রিয়, কর্ম ক্ষত্রিয়, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করার কর্মসূচী চলছে রাজ্যব্যাপী। এইদিন মুসলিম জনসংখ্যাবহুল কালিয়াচকে সম্পন্ন অনুষ্ঠানে দেশ ও সমাজ রক্ষার্থে ক্ষত্রিয়-র কর্তব্য পালনের সংকল্প গ্রহণ করল এলাকার যুবকেরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংহতির রাজ্য সম্পাদক দেবতনু ভট্টাচার্য ক্ষত্রিয় জাগরণ যজ্ঞের তাৎপর্য গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরেন।

লক্ষ্মী, গণেশ, স্বরস্বতীর মূর্তি ভাঙ্গা হলো হুগলিতে

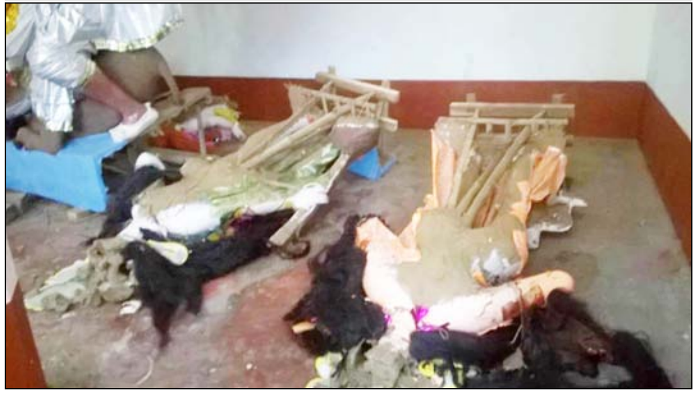

গত ১৫ ই অক্টোবর রাত্রে হুগলি জেলার পুড়শুড়া থানার অন্তর্গত সোদপুরে দূর্গামন্ডপের লক্ষী, গণেশ ও স্বরস্বতীর মূর্তি ভেঙ্গে দিল দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় হিন্দুরা দলবদ্ধভাবে থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। আশ্চর্যজনকভাবে পুড়শুড়া থানার আধিকারিকরা উল্টে গ্রামবাসীদের শান্ত থাকতে বলেন এবং সম্প্রীতি নষ্ট না করার উপদেশ দেন। কিন্তু হিন্দু গ্রামবাসীরা পুলিশের এই উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং থানার সামনে পথ অবরোধ করে। তারা দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করে। পরে পুলিশ দোষীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

অসহায় হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই

অশোকনগরে প্রাণ দিতে হল কন্যাকে

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে প্রতিবেশী যুবকের মারে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির একছাত্রীর। ওই ঘটনায় আহত মৃতার বাবা সুনীল সাহা, মা সুমিত্রা সাহা ও দিদি মিতা সাহা বারাসাত জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুনীল সাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানাগিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত মোমিনাল মন্ডল ওরফে মোমিন ও তার তিন ছেলেকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগর থানার ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুংলিয়া গ্রামে। ঘটনার পর এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ক্ষোভে ফুঁসছে গ্রামের মানুষ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে, গত এক বছর ধরে পুংলিয়া এলাকার বাসিন্দা সুনীল সাহার সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল মোমিন মন্ডলের।

এলাকার মানুষের অভিযোগ, সুনীল সাহার জমির পাশে এলাকারই বাসিন্দা মোমিনাল মন্ডলের আট কাঠা জমি আছে। বছর খানেক আগে সুনীল সাহার প্রায় দুই কাঠা জমি জবর দখল করে নেন মোমিন। গ্রামের মানুষ ও পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে একাধিকার সুনীল সাহা আমিন দিয়ে জমি মাপজোখ করেন। তাতেও দেখা যায় মোমিন বেশ কিছু জমি জবর দখল করেছেন। কিন্তু একগুঁয়ে মোমিন আমিনের মাপ মানতে চাননি। স্থানীয় ভুরকুন্ডা পঞ্চায়েতেও সুনীল এবং মোমিনের বিবাদ মেটাতে ব্যর্থ হয়। তার ওপর কয়েকদিন আগে মোমিন জোর করে সুনীল সাহার জমিতে বেশ কিছু লম্বু গাছের চারা পোঁতে। শুক্রবার সকালে সুনীল সাহা দুই মেয়ে, স্ত্রী ও আমিনকে নিয়ে জমিতে যান। তখন মোমিন মন্ডল বাঁশ নিয়ে তেড়ে আসে। আমিন ভয় পেয়ে পালিয়ে যান।

শেষাংশ ২ পাতায়

মহরমে মহা অশান্তি

ডায়হারবারের কামারপোল

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহরম উৎসবের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপূজার বিসর্জন দু দিন পিছিয়ে দিয়েছিল । উদ্দেশ্য, যাতে কোন অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এত করেও অশান্তি রুখতে পারেনি প্রশাসন। বরং পুলিশই বেশ কয়েক জায়গায় মহরম সমর্থকের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

ডায়মন্ডহারবারের কামারপোল অঞ্চলে একটি মাঠে মহরমের মিছিল বসে বহুদিন ধরে। শনিবার মহরমের শোভাযাত্রা মাঠে আসার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। ১১৭নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মহরমের খেলা চলতে থাকে। অ্যাম্বুলেন্স সহ বহু গাড়ি দীর্ঘক্ষণ ধরে আটকে যায়। অনুরোধ করা সত্বেও শোভাযাত্রাকারীরা অ্যাম্বুলেন্স ছাড়তে রাজি হয়নি। তাদের অস্ত্র নিয়ে দাপাদাপিতে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক মাস আগে এই অঞ্চলের চাঁদনগরে কয়েকজন হিন্দু কিশোরীকে কটূক্তি করা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। তখনকার মতো ব্যাপারটা মিটে গেলেও তার রেশ থেকে যায়। শনিবার কিছু মহরম সমর্থক এলাকায় বেশ কয়েকটি হিন্দু বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে। বেশ কয়েকটি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুরও করা হয়। সেই সময় এলাকায় ছিলেন পারুলিয়া কোস্টাল থানার ওসি অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়। তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে গিয়ে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। এতে শোভাযাত্রাকারীদের রাগ গিয়ে পড়ে পুলিশর উপরে। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাথর ছুঁড়তে থাকে উন্মত্ত যুবকেরা। কয়েকজন তলোয়ার নিয়ে আক্রমণের চেষ্টা করে। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীসহ ওসি গুরুতর জখম হন। রাতেই তাঁকে ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর পিঠে ও বুকে আঘাত লেগেছে। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত র‍্যাফ নামাতে হয়েছে।

বীরভূম ও দঃ ২৪ পরগণার ঢোলা

অন্যদিকে বীরভূমের বোলপুরে মহরমের শোভাযাত্রা চলার সময় একটি পুজো কমিটির ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রশাসনকে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। পাশাপাশি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলায় মহরমের কারণে দুর্গাপুজোর মন্ডপে চলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করতে গেলে পুলিশের উপর হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পূজা কমিটির এক সদস্যর বক্তব্য, সব সময়ে হিন্দুদের উপরই প্রশাসন নির্দেশ জারি করে। হিন্দুরা যেন সৎ মা-র সন্তান। আমরা প্রশাসনের দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি মাত্র।

আসানসোল

মহরমে বিসর্জন বাতিল করাকে নিয়ে আসানসোলে সামিল হয়েছেন তৃণমূলের মেয়রও। মহাবীর আখড়ার শোভাযাত্রার অনুমতি না দেওয়ায় বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে, কালো ঝান্ডা লাগিয়ে আসানসোলের সমস্ত পূজা কমিটির উদ্যোক্তরা দশমীর সকালেই প্রতিমা ভাসান দেন। বিসর্জনের পর সমস্ত পূজা কমিটির কর্তা ব্যক্তিরা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ উগ্‌রে দেন।

বাঁকুড়ার বড়জোড়া

প্রশাসনের তুঘলকি সিদ্ধান্তের শিকার হল বাঁকুড়ার বড়জোড়া অঞ্চলের মানুষ। তবু মচকায়নি বড়জোড়ার ২৭ টি পুজো কমিটির কর্তারা। চিরাচরিত রীতি মেনে এবারই প্রথম তারা শোভাযাত্রা করতে পারেনি প্রশাসনের বাধায়। তাই মুখে কালো কাপড় বেঁধে প্রতিমা নিরঞ্জন করেছে তারা। প্রশাসনের ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে বড়জোড়ার বাসিন্দারা। তাদের অসন্তোষ অন্যায্য নয় বলে বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়েছে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দল। অঞ্চলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, প্রশাসনের এই ফতোয়া শুধু মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা নয়, উৎসবের আবেগেও কুঠারাঘাত করা হয়েছে। বড়জোড়ার ইতিহাসে এই দিনটি কালোদিন হিসাবে চিহ্নিত হল। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন যে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে বড়জোড়ার মানুষের আবেগ কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে। বড়জোড়ার মানুষের আন্দোলনের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থন আছে।

বাঁকুড়ায় বড়জোড়ায় ছোট বড় মিলিয়ে পুজোর সংখ্যা ২৭টি। এর মধ্যে ১৮টি পুজো পারিবারিক ও শতাব্দী প্রাচীন। এই অঞ্চলে একশো বছরের বেশি সময় ধরে সমস্ত পুজো উদ্যোক্তা মিলিতভাবে বিজয় উৎসব পালন করে আসছেন। পরবর্তীকালে এই রীতি মেনে নেয় বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলো। সেই প্রাচীন রীতি অনুযায়ী দশমীর দিন দুপুর থেকে বিভিন্ন

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

দেশে অসহিষ্ণুতার পরিবেশ ঃ ভন্ড বুদ্ধিজীবীদের অন্ধ আচরণ

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে দেশে এখন মূল সমস্যা হল 'অসহিষ্ণুতা'! দলে দলে জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বজ্জন জাতীয় পুরস্কার ফেরত দিচ্ছেন দেশে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিবাদে। ঠিকই তো! ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতিতে অসহিষ্ণুতার কোন স্থান নেই। আমরা অন্যদের প্রতি কোনদিনই অসহিষ্ণুতা দেখাই নি, বরং পার্সি, ইহুদীদের মত যে সমস্ত জাতির লোকেরা অসহিষ্ণুতার শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে এসেছেন, তাদেরকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছি। দুহাত বাড়িয়ে সসম্মানে তাদেরকে আপন করে নিয়েছি। অনেক ভারতীয় রাজা বিভিন্ন সময় ভারতের বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশ্বাসে আঘাত করেছেন বলে কোন উদাহরণ জানা নেই। সম্রাট অশোক এবং পরবর্তী কয়েকজন বৌদ্ধ রাজা অবশ্যই ব্যতিক্রম। কিন্তু বলপূর্বক এই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার কখনোই সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি এদেশে। ফলে বিশাল বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের সৌধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। দেশবাসী ফিরে এসেছে সনাতন হিন্দু ভাবধারায়। তাহলে ভারতে আজ এই অসহিষ্ণুতা কেন?

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে ভারতে এই অসহিষ্ণুতার পরিবেশ আজকে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনি। এই অসহিষ্ণুতার বীজ স্থায়ীভাবে ভারতে বপন হয়েছিল রাজা দাহিরের পতনের সাথে সাথেই। এর আগে শক, হূণ, কুষাণদের নৃশংস অত্যাচারের সাক্ষী আমরা হয়েছি ঠিকই। কিন্তু সেই আক্রমণ গুলো ছিল রাজনৈতিক। তারা ভারত আক্রমণ করে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, সম্পদ লুট করেছে, নরসংহার করেছে, নারী ধর্ষণ করেছে - সাম্রাজ্যলোলুপ আক্রমণকারীরা যা যা করে থাকে, সেই সব কিছুই তারা করেছে। কিন্তু ভারতীয়দের উপর তাদের সংস্কৃতি বা বিশ্বাস জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নি। বরং এই সমস্ত শক্তিগুলোর রাজনৈতিক পতন হওয়ার সাথে তারা ভারতীয় সমাজে নিজেদেরকে বিলীন করে ভারতীয় সংস্কৃতিকেই আপন করে নিয়েছে। আমরাও পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে তাদেরকে গ্রহণ করে নিতে কোন দ্বিধা করিনি। কিন্তু রাজা দাহিরের পতনের মাধ্যমে ভারতে একটি সুদূরপ্রসারী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সূত্রপাত হয় - যার নাম ইসলাম! অন্য ধর্ম, মতবাদ, বিশ্বাস, সংস্কৃতির প্রতি তীব্র বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতাই ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের মূল প্রেরণা, ইসলামিক ব্রাদারহুডের মূল ভিত্তি। আর ভারতে এই অসহিষ্ণুতার ফলশ্রুতিই হল তরবারির সামনে গণ-ধর্মান্তরকরণ, নৃশংস কাফেরনিধন, কাফের নারীদের ধর্ষণ। সেই পরম্পরারই জের টেনে ভারতে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির গণহত্যা, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, দেশ বিভাজন, লক্ষ লক্ষ হিন্দুর উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া। এখানেই শেষ নয়। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এই অসহিষ্ণুতার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না, অবশিষ্ট খন্ডিত ভারতেও ইসলামের এই অসহিষ্ণু দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকাকে হিন্দুশূন্য করে দেওয়া, ভারত থেকে তসলিমাকে তাড়ানোর জন্য কলকাতার বুকে মুসলমানদের তান্ডব, প্যারিসের কোন প্রত্রিকায় প্রকাশিত মহিলাদের নগ্ন দেহে আল্লাহ-র পাক আরবী ভাষা লেখা ছবি পুনঃপ্রকাশিত করার অপরাধে ৩৬৫ দিন নামক পত্রিকার অফিস এবং সাথে সাথে শিয়ালদায় গাড়ি, বাস ভাঙচুর করা, এই বছর দুর্গাপূজার সময় পুরশুড়ায় মূর্তি ভাঙা, নলহাটির কাংলাপাহাড়িতে মুসলিম পক্ষ থেকে পিটিশন দিয়ে দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেওয়া, মালদার বৈষ্ণবনগরে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় আক্রমণ করা, বর্ধমানের নতুনহাট এমনকি শহরের মধ্যে বাজেপ্রতাপপুরে মূর্তি ভেঙে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করা, ডায়মন্ড হারবারের সরিষায় মহরমের মিছিল থেকে দুর্গামন্ডপে আক্রমণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তালিকা দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনার দিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে একথা জলের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতে অসহিষ্ণুতার বিষাক্ত বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ভারতের মুসলিম সমাজ। হ্যাঁ সম্পূর্ণ সমাজই দায়ী এই জন্য যে, কোথাও এই সব ঘটনার বিরোধিতা করতে মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে দেখছি না। আর এই কাজে পরোক্ষভাবে এদের যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছেন দেশের ভোটলোলুপ রাজনৈতিক নেতারা এবং এদের পেটোয়া ভন্ড বুদ্ধিজীবিরা। মুসলমানদের এত সব অসহিষ্ণু আচরণ এই সব ভন্ড বুদ্ধিজীবিদের চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ দাদরি-র ঘটনা নিয়ে তাদের হৃদয় ফেটে যাওয়ার উপক্রম - এই দ্বিচারিতাই কিন্তু সহিষ্ণু হিন্দুকে ক্রমশ অসহিষ্ণু করে তুলছে। এই প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিনের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যের উল্লেখ না করলেই নয়। তিনি বলেছেন মুসলমানদের অসহিষ্ণুতার কারণ ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা, আর হিন্দুদের অসহিষ্ণুতার কারণ ভারতের নেতাদের মুসলিমতোষণ। কী যথার্থ মূল্যায়ন! তাই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে হিন্দুর অসহিষ্ণুতা ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে, যতদিন না দেশে এই মুসলিমতোষণ বন্ধ হয় এবং তোষণকারী নেতাদের উচ্ছিষ্টভোজী এই সব ভন্ড বুদ্ধিজীবীদের পক্ষপাতমূলক আচরণ বন্ধ হয়। মোদীজীকে সবিনয় নিবেদন, আর এই ব্যাপারে নীরব না থেকে দেশবিরোধী, শত্রুদের আনন্দপ্রদানকারী, দেশে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন জ্বালানোর ষড়যন্ত্রকারী এই সব ভন্ডদের পর্দাফাঁস করে এদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

এবার ডিজিটাল তালাক হল কেরালায়

এই অভিনব ঘটনাটি কেরালার তিরুবনন্তপুরমের। ২৭ বছর বয়সের এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে ২১ বছর বয়সের দাঁতের ডাক্তার ছাত্রীর বিবাহ হয়। এই বিয়েতে মেয়েটির পরিবার ১০ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসাবে দেয়। এছাড়াও বিবাহের জন্য ছাত্রীটি তার ডাক্তারীর পড়াশুনো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। বিয়ের ১০ দিন পরে স্বামী বিদেশে চলে যায় এবং তারপরে হঠাৎ-ই হোয়াটসঅ্যাপে 'তালাক, তালাক, তালাক' লেখা একটি মেসেজ পায় তরুণীটি। এরপরই তরুণীকে তার শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

ঐ তরুণী তালাকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কেরালার মহিলা কমিশনে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এই প্রসঙ্গে মহিলা কমিশনের সদস্যা জে প্রমীলা দেবী সাংবাদিকদের বলেন, ''মেয়েটির পরিবার ছেলেটির কাছে তালাকের কারণ জানতে চাইলে ছেলেটি বলে, মেয়েটি ছিল একটি আপেল; স্বাদগ্রহণ করা হয়ে গিয়েছে; তাই আর দরকার নেই।'' এই ভিত্তিতে মহিলা কমিশন ছেলেটির পিতামাতাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

কেরালার মুসলিম সমাজ ছেলেটির পক্ষে রায় দেয়। ''সমস্ত কেরালা জাস-লুইয়াতুল উলেমা'-এর সদস্য সৈয়দ আট্রাকোয়া থঙ্গল বলেন, ''এই তালাক বৈধ। ছেলেটি তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে এই তালাক আইনসম্মত হবে।'' তবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য আইনজীবী রহিম কুরেশি বলেন, '' ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এইরকম ডিজিটাল তালাককে বৈধতা দেয় না।''

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

ইসলামপন্থীদের বর্বরোচিত আচরণ

স্তম্ভিত পশ্চিমবঙ্গবাসী

বর্ধমান স্টেশনের ওভারব্রিজের কাছে হিন্দু অধ্যুষিত বাজেপোতাপুর এলাকা। ওভারব্রিজের উল্টোদিকেই সংখ্যালঘু মুসলমানের বসবাস। গত ২৪শে অক্টোবর পবিত্র মহরমের দিন, মিছিল শেষে মুসলমানরা ফিরছিল ওভারব্রিজের পাশ দিয়ে। পাশেই ছিল বাজেপ্রতাপুরের দুর্গামন্ডপ। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় ''মুসলিমরা সকলেই ছিল মদ্যপ অবস্থায়। তাদের হাতে তরবারি ও লাঠি ছিল। তারা দলবদ্ধভাবে মন্ডপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মন্দিরে ভাঙচুর চালাতে থাকে তারা মা দুর্গার মাথা কেটে নেয়। মা লক্ষী ও স্বরস্বতীর কাপড় খুলে নেয়, সিংহকে ভেঙ্গে দেয়, কার্ত্তিকের হাত কেটে নেয়।'' ইতিমধ্যে পুলিশ বিশাল বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশকে দেখে মুসলিমরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় এবং যাবার সময় শ্লোগান দিতে থাকে ''বাঙালমে রহেনা হ্যায় তো, মুসলমান বনকে রহেনা হোগা।'' পরে ঘটনাস্থলে বিশাল সংখ্যক হিন্দু জড়ো হয় এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কিন্তু পুলিশ সকলকে সরিয়ে দেয় এবং বিশাল পর্দা লাগিয়ে প্রতিমাগুলিকে ঢেকে দেয়। রাতের মধ্যে ভাঙা প্রতিমাগুলি মেরামত করে দেয়। পুলিশ মিডিয়াকে ঘটনাস্থলে ঢুকতে দেয়নি। এই ঘটনার খবর দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় ওঠে।

মগরাহাটে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করলো পুলিশ - হিমশৈলের চূড়ামাত্র

গত ৩০ শে অক্টোবর, শুক্রবার মগরাহাট থানার অর্ন্তগত ডিহিকলস গ্রামের একটি গুদাম থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করল মগরাহাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি দুই দুষ্কৃতিকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , ধৃত বাপি মুন্সী ও আমিরুল মুন্সী সম্পর্কে দুই ভাই। তবে কি কারণে এই অস্ত্র মজুত করা হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। গুদামটি সিল করে দিয়ে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ডিহিকলস এলাকার একটি ইমারতি দ্রব্যের গুদামে প্রচুর অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে বলে ২৯ শে অক্টোবর গভীর রাতে খবর পান মগরাহাট থানার ওসি অশোকতরু মুখোপাধ্যায়। ভোর ৩টে নাগাদ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে ওই গুদাম ঘিরে ফেলেন। গুদামের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয় একটি বড় দোনলা বন্দুক, ৮টি একনলা বন্দুক। এছাড়া ১২ বোরের ১৬৬ টি কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে গুদাম থেকে। এরসঙ্গে আরও ৪টি ভোজালি মিলছে গুদাম থেকে। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হলেও এত অস্ত্র কি কাজে ব্যবহার হবে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মগরাহাট এমন একটি ব্লক যেখানে বিগত ৪০ বছর ধরে হিন্দুরা মুসলিম আগ্রাসনের শিকার। বারে বারে হিন্দুর বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে, জমি দখল হয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ আজ মগরাহাট ব্লকে হিন্দু সংখ্যালঘু (মাত্র ৪৭ শতাংশ)। আর ক্রমাগত অত্যাচারের কোনো প্রতিকার না পেয়ে হিন্দুরা বাড়ি-জমি বেচে দিয়ে সোনারপুর- বারুইপুর এ আশ্রয় নিচ্ছে। এই আগ্রাসনের নেতৃত্ব দিয়েছে এলাকার কুখ্যাত গুন্ডা সেলিম ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

১ম পাতার শেষাংশ

মহরমে মহা অশান্তি

মন্ডপ থেকে বাজনা বাজিয়ে, নাচ-গানের মাধ্যমে শোভা-যাত্রা করে দেবী প্রতিমা নিয়ে আসা হয় স্থানীয় বিজয়া ময়দানে। সেখানে সমস্ত মন্ডপের প্রতিমা পৌঁছালে শুরু হয় দেবীবরণ ও সিঁদুর খেলার মতো আচার-অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে পুজোকমিটিগুলোর উদ্যোগে আলো দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় বিজয়া ময়দান ও সংলগ্ন রাজার বাঁধ নামে একটি পুকুর। সন্ধ্যায় সম্মিলিতভাবে শুরু হয় আতসবাজি প্রদর্শনী। এই আতসবাজির প্রদর্শনী দেখতে শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, বর্ধমান থেকেও বহু মানুষ আসেন। হাজার হাজার মানুষের সমাগমে বিজয়া ময়দান হয়ে ওঠে মহামিলনক্ষেত্র। রাত দশটার পর আতসবাজির প্রদর্শনী শেষ হলে স্থানীয় রাজার বাঁধ পুকুরে একে একে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। শতাব্দী প্রাচীন এই রীতিতে এবার ছেদ সরকারি ফতোয়ায়। স্বভাবতই বড়জোড়ার মানুষ এতে প্রচন্ড হতাশ ও ক্ষুব্ধ।

১ম পাতার শেষাংশ

অশোকনগরে প্রাণ দিতে হল কন্যাকে

মোমিন তাঁর তিন ছেলেকে নিয়ে সুনীল সাহা, তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েকে বেধড়ক মারধর করে। বাঁশের আঘাত লাগে সুনীল সাহার ছোট মেয়ে মৌসুমী সাহার মাথায়। জমিতে লুটিয়ে পড়ে মৌসুমী। জখম হন সুনীল সাহা, বড় মেয়ে মিতা ও স্ত্রী সুমিত্রা। প্রতিবেশীরা চার জনকে অশোকনগর স্টেটজেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার মৌসুমীকে মৃত ঘোষণা করে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সুনীল সাহা এবং তাঁর বড় মেয়ে ও স্ত্রীকে বারাসাত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। সেখান থেকে সুনীল সাহাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বৃন্দাবন সাহা বলেন, '' একবার পঞ্চায়েতের সদস্যরা জমি বিবাদ মেটাতে এসে দেখি সুনীল সাহার দুই কাঠা জমি মোমিন জোর করে দখল করে নিয়েছে। মোমিনের পরিবার উচ্ছৃঙ্খল। এরা অনেকদিন ধরে গ্রামে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অত্যাচার করছিল। সুনীলের মেয়ের মৃত্যুতে গ্রামে শোকের সঙ্গে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে''।

সুনীল সাহা ও মোমিনাল মন্ডলের জমি বিবাদের জেরে বছর পনেরোর মৌসুমীর মৃত্যুর খবর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন পুংলিয়া গ্রামের মানুষ গ্রামবাসীদের থেকে সব শুনে অশোকনগর থানার পুলিশ মোমিনাল মন্ডল ও তার তিন ছেলেকে গ্রেফতার করে। গ্রাম যাতে হিংসার চেহারা না নেয় তা সামাল দিতে উত্তর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তরুন হালদার ও ডিএসপি হেডকোয়াটার দুর্বার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে র‍্যাফ এবং পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তরুন হালদার বলেন, '' পুংলিয়াতে শুক্রবার সকালে দুই পরিবারের মধ্যে জমি বিবাদ নিয়ে মারপিট হয়। চার জন গুরুতর আহত ও একজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় জড়িত মূল চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।''

দীপাবলীর নতুন মাত্রা সংযোজন করতে হবে

তপন কুমার ঘোষ

আমাদের ছোটোবেলায় দীপাবলী ছিল বেশ আকর্ষণের। মুর্শিদাবাদের গ্রামে ছিলাম। আমার গ্রাম দক্ষিণখণ্ড, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার সীমান্তে। গ্রামে তখনও বিদ্যুৎ ঢোকে নি, তাই কালীপুজো বা দেওয়ালীর রাতের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অমাবস্যার গভীর অন্ধকার রাত হলেও ওই রাতে বাড়ির বাইরে যাওয়ার ও গোটা গ্রাম ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাড়ির অনুমতি লাগত না। বিকালবেলায় দিনের আলো থাকতে থাকতে সবাই নিজে নিজের বাড়ির দরজায় ও জানালায়, বারান্দায় ও প্রাচীরের উপর প্রদীপ দিয়ে সাজানোর কাজ শুরু করে দিতাম। অন্ধকার হলেই প্রদীপগুলো জ্বালানো হবে। এসব কাজ ছিল মূলত ছোটোদের। যে বাড়িতে ছোটো ছেলেমেয়ে নেই সেখানেই শুধু বড়োরা হাত লাগাতো। নিজের বাড়ি সাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে তারপর গ্রাম ঘুরতে বেরনো। তিনটে উদ্দেশ্য। গ্রামের পাঁচটা কালীঠাকুর দেখা (এখন হয়েছে একশো),পাড়ায় পাড়ায় দেওয়ালীর আলোকসজ্জা দেখা এবং বাজি ফাটানো। আর একটা ইচ্ছা মনে খুব জোরালোভাবে থাকত, কিন্তু প্রত্যেক বছর হয়ে উঠত না। তা হল মাঝ রাত্রে মা কালীর সামনে পাঁঠাবলি দেখা। কারণ রাত্রি বারোটা নাগাদ ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেত। বুড়ি মা কালীতলা থেকে বাড়ির বড়োদের কেউ না কেউ নিয়ে চলে আসত। পরদিন সকালে আপশোষ হতো, ছুটতাম পাঁঠাবলির জায়গাগুলো দেখতে। শুধু বলির হাড়িকাঠ ও রক্তেভেজা মাটি দেখতে পেতাম। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, আমাদের গ্রামে কালীপূজায় এখনও পাঁঠাবলি হয় এবং বলির সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। কালীপুজো শেষ করে বোধহয় রাত্রি দুটা-তিনটা থেকে পাঁঠাবলি শুরু হয়। একটা কালীপূজায় (পশ্চিমপাড়ায় পদার মা) তো বলি চলে পরদিন সকাল সাতটা আটটা পর্যন্ত। ফলে বাড়ির ছোটোরাও খুব সহজেই এই বলি দেখার সুযোগ পায়, যা আমরা পেতাম না। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে, বাড়ির বড়রাও ছোটোদেরকে এই বলি দেখতে আপত্তি করে না। কারণ গত বছরও আমি সকাল ছটায় এই মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে ছোটো ও বড়োদের প্রচুর ভিড় দেখেছি। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কলকাতা শহরে বসে মিডিয়া ও সোস্যাল মিডিয়ায় আমরা যে কথাগুলো শুনতে পাই কালীপূজার বলিদানের বিরুদ্ধে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে হিংসার বিরুদ্ধে যে দাবী উঠতে দেখি, তা গ্রামবাংলার প্রকৃত জনমতকে প্রতিফলিত করে না। আজ থেকে একশো কুড়ি বছর আগে এক যুবক যা বলে গিয়েছেন, তাঁর কথাতেই আজও গ্রামবাংলার জনমতের প্রতিফলন দেখতে পাই— "এ দেশে মা কালী পাঁঠা খাবেন।" যুবকটির নাম নিশ্চয়ই সকলে জানেন, স্বামী বিবেকানন্দ। সুতরাং আমাদের ছোটোবেলার দুঃখ আমাদের গ্রামের আজকের ছোটোদের আর নেই—এটুকুই স্বস্তি ও আনন্দের। আমাদের গ্রামে গিয়ে এর অন্য লক্ষণও আমি দেখেছি। গ্রামের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। সে লক্ষণগুলি খুব স্পষ্ট। অন্যসময় এর আলোচনা করব।

ফিরে আসি দেওয়ালী বা দীপাবলীর কথায়। শৈশব পেরিয়ে গেল। বাল্যকালে কলকাতায় আর এস এস-এর স্বয়ংসেবক হয়েছি। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কালীপুজোর সন্ধ্যায় দীপাবলীর সম্মেলন। ধ্বজস্থানে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র আঁকা হয়েছে চূন দিয়ে। তার ঠিক মাঝখানে, যেখানে নাগপুরের অবস্থান সেখানে গৈরিক ধ্বজ লাগানো হয়েছে। মানচিত্রের বাউন্ডারিতে প্রদীপ দিয়ে সাজানো হয়েছে। গৈরিক ধ্বজ ওঠার পর সবাই একসঙ্গে গিয়ে সেই প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া। তারপর কবাডি খেলা। তারপর সমবেত গান। রাতের অন্ধকারে গাইতাম, 'রাত্রি হয়েছে প্রভাত পূর্ব গগনে সূর্য'। তারপরে ছোটো বৌদ্ধিক (ভাষণ)। বিষয় দীপাবলীর তাৎপর্য ও আমাদের হারিয়ে যাওয়া অখণ্ড ভারতের কথা। তারপর থেকেই বাড়িতে এসে ভূগোল বইয়ে অখণ্ড ভারতের হারিয়ে যাওয়া অংশগুলো খুঁজে বের করা এবং বই না দেখে খাতায় অখণ্ড ভারতের মানচিত্র আঁকা প্র্যাকটিস করা যাতে পরের বছর দীপাবলীর সন্ধ্যায় মাঠে গিয়ে চূন দিয়ে এই ম্যাপ আঁকতে পারি।

এসবের ফলে দীপাবলী সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান ও সচেতনতা আমাদের তৈরি হয়েছিল যা সমাজের সাধারণ ছেলেমেয়েদের প্রায় কারোরই নেই। সমাজের সাধারণ মানুষ অনেকেই জানে যে, কালীপূজার অন্ধকার রাতকে আলোকিত করতে দীপাবলী করা হয়। কিন্তু আমরা জানি কালীপুজোর সঙ্গে দীপাবলীর কোনো সম্বন্ধই নেই। রামের অযোধ্যায় ঘরে ফেরার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। রাবণ বধ করে, লঙ্কা জয় করে, সীতা উদ্ধার করে রাবণের পুষ্পক রথে চেপে রাম এইদিন অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। জন্মস্থানের প্রতি গভীর ভালোবাসর জন্য শুক্লপক্ষের শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করার ধৈর্য রামের ছিল না, তাই কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারেই ফিরেছেন। রাম দিনে ফিরেছিলেন না রাতে ফিরেছিলেন আমার জানা নেই। তাঁর বিমানকে পথ দেখানোর জন্য অথবা রামকে স্বাগত জানানোর জন্য, অথবা হয়ত দুটোই, অযোধ্যাবাসীরা গোটা অযোধ্যাকে দীপালোক মালায় সজ্জিত করেছিল। এখনও এয়ারপোর্টে রাত্রে বিমান নামলে রানওয়েতে ঠিক সেইরকম আলোকমালা দেখা যায়। অযোধ্যায় ফেরার আগেই রাম লঙ্কায় সেই কথা উচ্চারণ করে এসেছেন যা ছিল বিশ্বে দেশপ্রেমের প্রথম মন্ত্র--- "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।" কত লক্ষ বছর আগে রামের সেই ঘরে ফেরা ও সেই উপলক্ষে অযোধ্যাবাসীর পালন করা উৎসব আজও হিন্দুরা মনে রেখেছে। শুধু মনে রাখেনি তা পালন করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব নিয়ে পাঁচবছর দিল্লিতে ছিলাম। দেখেছি দেওয়ালীর এক সপ্তাহ আগে থেকে মিষ্টি বিতরণ, উপহার ও বোনাসের ধুম আর দেওয়ালীর সকাল বা দুপুর থেকে দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশগামী রাস্তাগুলিতে গাড়ি, বাস ও বিবিধ বাহনে একমুখী জনস্রোত। কর্মস্থল দিল্লি থেকে সবাই বাড়ি যাচ্ছে। দিল্লি শহরে রাস্তাগুলোয় রাত্রি আটটা থেকে বাজি ফাটানো শুরু, রাত্রি দশটা থেকে প্রায় বারোটা বারুদের গন্ধে রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। আর তারপর রাত বারোটায় রাস্তা ফাঁকা। একেবারে শূন্য। কেউ ঘরের বাইরে নেই, সবাই ঘরে। এই রাতটা বাড়ির বাইরে কাটাতে নেই, পরিবারের সঙ্গে থাকতে হয়।

যে রাম চোদ্দ বছর বাইরে থেকে এইদিন (নাকি রাতে?) ঘরে ফিরেছিলেন, সবাই জানে আমরা সেই রামেরই বংশধর, বাবরের নই। সবাই জানে আমরা রামজাদা, হারামজাদা নই। তাই এই দীপাবলীর দিনটা, রামের ঘরে ফেরার দিনটা আমরাও ঘরে কাটাবো বাইরে নয়। অর্থাৎ ভারতের, হিন্দুর, হিন্দুস্থানের বহু লক্ষ বছরের পরম্পরা আজও সজীব সক্রিয় ও প্রাণবন্ত। আছে পৃথিবীতে আর কোনো দেশ, আর কোনো জাতি, আর কোনো সমাজ, আর কোনো সভ্যতা---যার এত দীর্ঘ পরম্পরা সজীব প্রাণবন্ত ও সক্রিয়? এই প্রাণ, এই দীর্ঘ সজীব পরম্পরা নীচ-নোংরা সেকুলারবাদীরা দেখতে পান না। কিন্তু আমাদের এই বাংলার এক মুসলমান লেখক তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। বরেণ্য সেই লেখকের নাম এস ওয়াজেদ আলি। তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে একটি ছোট্ট সহজসরল বাক্য ঋষিবাক্য রূপে গৃহীত হয়েছে। এক অতি সাধারণ মুদিখানার দোকানদারও বংশ পরম্পরায় ত্রিশবছর পরেও একইভাবে রামায়ণ পাঠ করছে দেখে তিনি লিখেছিলেন, "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।"। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু ঋষিবাক্যের মত এটাকেও আমি ঋষিবাক্য বলে মনে করি। এইরকম এস ওয়াজেদ আলিদের রক্তে চিন্তায় ও মননে রামজাদা ফুটে উঠছে, হারামজাদা নয়। দুর্ভাগ্য এদের সংখ্যা আমাদের দেশে বড়ই কম, ইন্দোনেশিয়ায় এখন বেশি। কতদিন থাকবে কে জানে!

কিন্তু তারপরেও একটু কথা আছে কত্তা! আমাদের হিন্দু সমাজের এই দীর্ঘ সজীব সক্রিয় পরম্পরার জন্য আমরা গর্বিত। এই পরম্পরার সংরক্ষণ হয়েছে, কিন্তু কাল উপযোগী সংবর্ধন হয়নি। বাহ্যিক হয়েছে। তার মূল্য বোধহয় খুব বেশি নয়। দীপাবলীর প্রদীপ থেকে মোমবাতি, তা থেকে টুনিবাল্ব হয়েছে। এরপর হয়ত লেসার আলো দিয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দীপাবলীর রাত সাজাবে। কিন্তু রামের ঘরে ফেরার সঙ্গে ইহুদিদের আঠারশো বছর পর ঘরে ফেরা (Next year to Jerusalem) ঐতিহাসিক ঘটনাকে সংযোজিত করে আমাদের লাহোর-করাচি-রাওয়ালপিণ্ডি-ঢাকা-চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়ার সংকল্প, একটা সামাজিক ইচ্ছা আমরা তৈরি করতে পারলাম কই? পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সর্বস্ব হারিয়ে আসা রিফিউজীদের দিল্লিতে দেখেছি। তারা আজ সুখী। এত সুখী যে ধন উপচে পড়ছে, এসি বাড়ি, এসি গাড়ি, বিউটি পার্লার, স্পা, আইনক্স, মাল্টিপ্লেক্স, আই পি এল, ডিজাইনার শাড়ি, স্যুট। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেবী জাগরণ। আমাদের বাঙালিরা এটা জানে না। প্রচুর টাকা খরচ করে বড় মাঝারি শিল্পী-গায়ক এনে দেবীর নামে ডি জে সহকারে ভজন সন্ধ্যা। সঙ্গে ঢালাও খাওয়ার ব্যবস্থা, অবশ্যই প্রসাদের নামে। এতে ভক্তি যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু সঙ্গে আছে প্রাচুর্য প্রদর্শন ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার, প্রায়শই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কাজে লাগানো।

আমাদের দীর্ঘ পরম্পরার সংরক্ষণ, সঙ্গে বর্তমানে এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রাচুর্য, এ দুটির যোগফলের সঙ্গে আর একটি মাত্রা (dimension) যুক্ত হওয়া দরকার ছিল। খুবই দরকার ছিল। তা হচ্ছে আমাদের হারানো জমি ফিরে পাওয়ার আকুতি। আমাদের হারানো সীমানা পুনরুদ্ধার করার এক তীব্র ইচ্ছা। তা না হলে আরো সর্বনাশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ১৯৮৯-৯০ সালে কাশ্মীর হিন্দুশূন্য হওয়ার পরে কাশ্মীর থেকে সমস্ত হিন্দু বিতাড়িত হওয়ার পরেও ঋষি বিবেকানন্দের সেই অমোঘ মন্ত্রটার কথা সুখী হিন্দু জাতির মনে পড়ল না—Expansion is Life, Contraction is Death। প্রসারণই জীবন, সংকোচনই মৃত্যু। হিন্দুর সীমানা ছোটো হওয়া, হিন্দুর উৎখাত হওয়া—এতো থামছেই না। সেই ৭১২ খ্রীঃ থেকে যা শুরু হয়েছে এখনও তা চলছে। এই ক'দিন আগেই তো আমরা ১০,০০০ একর ছিটমল জমি কাগজে কলমে বাংলাদেশকে দিয়ে দিলাম। ইতিহাসের এই গতিমুখ যদি না ঘোরানো যায় তাহলে এর শেষ কোথায় ভাবতে পারছেন? কিন্তু এই গতিমুখ ঘোরানোর জন্য চাই একটা জোরালো সংকল্প। সেই সংকল্পের জন্য প্রথম চাই একটা ইচ্ছা। তারপর সেই ইচ্ছাকে সংকল্পে পরিণত করা। তারপর সেই সংকল্পকে শক্তিশালী ও প্রবল শক্তিশালী করা। সেই প্রবল শক্তিশালী সংকল্প থেকে তৈরি হবে বিজিগীষু মনোভাব। সেই বিজিগীষু মনোভাব জাতীয় চরিত্রে পরিণত হবে। তারপর ভগবানের ইচ্ছায় বা ইতিহাসের গতিতে উঠে আসবেন এমন এক নেতা যার কোনো পূর্ব উদাহরণ সম্ভবতঃ বিশ্ব ইতিহাসে নেই। সেই নেতার মধ্যে সমাহার হবে একই সঙ্গে আব্রাহাম লিঙ্কন, উইনস্টন চার্চিল, মহারাজা রণজিৎ সিং, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও নরেন্দ্র মোদীর গুণগুলি। তখন সেই বিজিগীষু হিন্দু জাতি দক্ষ নেতার নেতৃত্বে উদ্ধার করবে তার পুরনো সীমানা। বিজয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে যাবে নিজ পূর্বপুরুষের মাটিকে প্রণাম করতে। যে মাটি থেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত হয়ে উৎখাত হয়েছিল তার পূর্বপুরুষরা। যাবে হিংলাজ মন্দিরে পূজা দিতে, সিন্ধু নদীতে তর্পণ করতে, নানকানা সাহিবে মাথা টেকতে। আর লাহোর সেন্ট্রাল জেলের পবিত্র মাটি নিজের কপালে লাগাবে 'চন্দন হ্যায় ইস দেশ কি মাটি' আর 'মেরে রং দে বাসন্তী চোলা' এই গান গাইতে গাইতে।

ইতিহাসের গতি হয় এই দিকে যাবে, নাহলে উল্টো দিকে। এর মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। হয় Expension অথবা Contraction। হয় জেতো, বাড়ো অথবা সংকুচিত হও আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাও। আজ স্বচ্ছল সুখী হিন্দুকে কে মনে করিয়ে দেবে এই সত্য?

জাতির মধ্যে এই প্রবল সংকল্পশক্তিতে কিভাবে তৈরি হবে? এর উপাদান কি আমরা আমাদের লক্ষ লক্ষ বছরের পরম্পরার মধ্যে পেতে পারি না? রামের ঘরে ফেরা উপলক্ষে মিষ্টি বিতরণ, নগরীকে আলোকমালায় সজ্জিত করা, নিজ পরিবারের মধ্যে দিন কাটানো—এগুলো তো এখনও জীবিত আছে। এরসঙ্গে আর একটা মাত্রা যোগ করা, যা জাতির খুব প্রয়োজন, যা যুগের আহ্বান—আমাদের পূর্বপুরুষের মাটিতে ফিরে যাওয়ার সংকল্প।

রামের ঘরের ফেরার দিন হোক আমাদের পূর্বপুরুষের মাটিতে ফিরে যাওয়ার সেই সংকল্পের দিন। দীপাবলীর সন্ধ্যায় পরিবারের সবাই যখন বাড়ি ফিরে এসেছে, মিলিত হয়েছে, তখন পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বিশেষ করে ছোটোদেরকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে বসে অখণ্ড ভারতের একটা ছোট্ট ম্যাপকে সামনে রেখে যে কোনো দেবতাকে সাক্ষী রেখে আমাদের পূর্বপুরষদেরকে স্মরণ করে, আর আমাদের সকলের পূর্বপুরুষ মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামকে স্মরণ করে সবাই মিলে একসঙ্গে সংকল্প নেওয়া—আমরা আবার আমাদের পূর্বপুরুষের হারানো মাটিতে ফিরে যাবো, ভারতমাতার হারানো সীমানা উদ্ধার করবো, আবার অখণ্ড ভারত নির্মাণ করবো।

এই অখণ্ড ভারতের সাধনাতো অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে তাঁর নিভৃত সাধনকক্ষে বসে করেছেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। অরবিন্দ ভারতবর্ষকে এক চিন্ময়ীসত্তা রূপে মনে করতেন, মাটির মা মনে করতেন না। সাক্ষাৎ দেবীদুর্গার মূর্ত রূপ মনে করতেন। অরবিন্দের সেই সাধনা হিন্দুজাতির মধ্যে কোনো চেতনা জাগাতে পারেনি। তাই বোধহয় আর এস এস ইহুদি জাতির ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিয়ে তার স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছিল। এই ইহুদি জাতি আঠারশো বছর ধরে তাদের হৃত মাটিতে ফিরে যাওয়ার সংকল্প জীইয়ে রেখেছিল। Next year to Jerusalem সংকল্পের সার্থক রূপায়ণ আজকের ইসরাইল রাষ্ট্র। আঠারশো বছর ধরে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। লাথ খেয়েছে, অপমানিত হয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে। নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়েছিল, সংস্কৃতি ভুলে গিয়েছিল, ধর্মের অনুষ্ঠান ভুলে গিয়েছিল। বংশ পরম্পরায় মনে রেখেছিল শুধু তাদের সংকল্প, Next year to Jerusalem। আঠারশো বছরের সংকল্প শক্তিতে সিদ্ধিলাভ হয়েছিল। আমরা পারবো না? আমাদেরতো এত অত্যাচার, এত অপমান সহ্য করতে হয়নি। গোটা

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

দীপাবলীর নতুন মাত্রা সংযোজন করতে হবে

বিশ্বে হিন্দু ভারতীয় প্রতিভার বিজয় পতাকা উড়ছে। ঘরে লক্ষ্মী। সমাজে সঙ্গীত, শিল্প, সংস্কৃতির পরম্পরা আজও বহমান, আজও সৃজনশীল। ধর্মীয় পরম্পরা আজও জীবিত। আমরা পারবো না এই পরম্পরায় একটা অতি প্রয়োজনীয় নতুন মাত্রা যোগ করতে? খুবই দরকার যে এই নতুন মাত্রা যোগ করা! না হলে এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও ঋষিবাক্য প্রকৃতির নিয়ম কাজ করবে Contraction is Death। আমরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবো। কাশ্মীরি হিন্দুরা ও বাঙালি হিন্দুরা সে পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে আজকের কাশ্মীর আগামীকালের বাংলা, আসাম। আর আগামী পরশুর বিহার। এর শেষ কোথায় বোঝা খুব কঠিন নয়। তাই এসো ভাই, দীপাবলীর আড়ম্বরে আমরা যুক্ত করি এক সংকল্প নেওয়ার কথা। অখণ্ড ভারতের সংকল্প, পূর্বপুরুষের মাটিতে ফেরার সংকল্প, পদ্মা-মেঘনা-সিন্ধু নদীতে তর্পণ করার সংকল্প, ঢাকেশ্বরী-চট্টেশ্বরী-সীতাকুণ্ড-হিংলাজমাতা মন্দিরে পুজো দেওয়ার সংকল্প, লাহোর-চট্টগ্রাম-বরিশালের মাটি দিয়ে কপালের তিলক কাটার সংকল্প। দেওয়ালীর সন্ধ্যায় পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসে বড়োরা বুঝে, ছোটোরা না বুঝে এই সংকল্প নিক। বীজ বপন হয়ে যাবে। অখণ্ড ভারতের বীজ। প্রভু রাম আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন। পুণ্য দিয়েছেন। মরিশাস, ফিজি, গায়না দিয়েছেন কিন্তু তাঁর দেওয়ার আরো অনেক কিছু আছে। এসো ভাই, খণ্ডিত ভারতকে অখণ্ড করার সংকল্প রামের ঘরে ফেরার দিনটাকে উপলক্ষ করে আমরা নিই। প্রভু রামের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, যেন তাঁর রঘুকুলের সংকল্প শক্তি আমাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। আর দু-তিন প্রজন্মের মধ্যে যেন আমরা ভারতকে অখণ্ড করতে পারি। ভারতমাতার খণ্ডিত বাহুগুলি আবার পুনরুদ্ধার করতে পারি। এই হোক আমাদের দীপাবলীর সংকল্প।

মৌড়ীগ্রাম রথতলায় সংঘর্ষ ঃ নামলো র‍্যাফ

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর হাওড়া জেলার ডোমজুর থানার অন্তর্গত মৌড়ী রথতলা গ্রামে আনুমানিক রাত ১২টার সময় রথতলা মন্দির প্রাঙ্গনে বসে কিছু ছেলে মদ গাঁজা খাচ্ছিল। তারা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। পাশের অঞ্চলের আমাদুল্লা (পিতা কাদির), আনাস (পিতা আঁতারোল), সেখ ইমরান, সেখ জাভেদ (পিতা নুর) জুলভার ও আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই সময় রথতলা অঞ্চলের বাসিন্দা প্রভাত কোলে সেখানে দিয়ে যাচ্ছিল। উক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মন্দির প্রাঙ্গনে মদ-গাঁজা খেতে দেখে ও অশ্লীল ভাষায় হিন্দুদের নামে গালিগালাজ করতে দেখে প্রভাত কোলে প্রতিবাদ করে। মদ্যপরা প্রভাতকে একা দেখে গালিগালাজ করে ও প্রচণ্ড মারধোর করে। উল্লেখ্য এই মন্দিরের পাশেই প্রভাতবাবুর বাড়ি। চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রভাতবাবুর মা বেড়িয়ে এলে দুষ্কৃতিরা তাঁর উপর চড়াও হয়।

দুষ্কৃতিদের মারে গুরুতর আহত প্রভাত কোলেকে ডোমজুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তিনি ও অঞ্চলের সাধারণ লোক ডোমজুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু পুলিশ কোনরকম ব্যবস্থা না নিলে হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ২৮ শে সেপ্টেম্বর মন্দির অপবিত্র ও প্রভাত কোলের মারের বদলা নিতে সাধারণ মানুষ সেই মুসলিম যুবকদের উপর চড়াও হলে উভয়পক্ষের তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় র‍্যাফ নামাতে বাধ্য হয় প্রশাসন। এলাকার হিন্দুরা হিন্দু সংহতির সাথে যোগাযোগ করে সাহায্য চেয়েছে। প্রভাত কোলে ব্যক্তিগতভাবে সংহতির সভাপতিকে চিঠি লিখে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

মহরমের মিছিল থেকে হাঙ্গামা

প্রতিবাদ করে গ্রেপ্তার সাত হিন্দু

মহরম শোকের অনুষ্ঠান বলে আমরা জানি। কিন্তু এই শোকের কারণ হিন্দুরা কিনা তা ভাবার সময় এসেছে। কারণ প্রতিক্ষেত্রেই মুসলমানেরা মহরমের মিছিল চলাকালীন কিংবা মিছিল থেকে ফেরার সময় হিন্দুর মূর্তি ও বাড়িঘর ভেঙেছে। ঠিক একই ঘটনা ঘটল শ্রীরামপুর থানার শেওড়াফুলিতে। গত শনিবার ২৪ শে অক্টোবর মহরমের মিছিলে অংশ নেওয়া মুসলিম জনতা বি.টি. রোডের দুপাশে থাকা হিন্দুদের বাড়ি ভাঙচুর করে। পরের দিন ২৫শে অক্টোবর স্থানীয় ফকিরপাড়ার মুসলমানেরা শেওড়াফুলির বাজারে ১০নং ওয়ার্ডের দুজন হিন্দুকে মারধোর করে। এর প্রতিক্রিয়াতে ২৬শে অক্টোবর সকালে ১০ নং ওয়ার্ডের হিন্দুরা ফকিরপাড়া আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের ৭-৮ টি বাড়ি সম্পূর্ণ ভাঙচুর করে। তারপর তারা শেওড়াফুলি বাজারে যায় এবং বাজারে থাকা মুসলমানদেরকে মারধর করে। ঘটনার কিছু পরেই বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে এবং ৭ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। ফকিরপাড়ার মুসলমানদের পক্ষে ঝর্না বিবি (ধর্মান্তরিত মুসলিম, স্বামী- আবুর মল্লিক) শ্রীরামপুর থানায় এফ আই আর দায়ের করেন (এফ আই আর নং-৪৯৬/১৫)। পুলিশ গ্রেপ্তার হওয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে আই পি সি ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫,৩২৬, ৪২৭,৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ শনিবার ও রবিবার (যথাক্রমে ২৪শে অক্টোবর ও২৫শে অক্টোবর) হিন্দুদের ওপর আক্রমণকারী কোন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করার সাহস পায়নি।

কুলতলি আক্রান্ত সাধারণ গ্রামবাসী

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার অন্তর্গত গ্রাম কেল্লা। গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত। গ্রামের আন্দালিয়া কালী মন্দিরের মাঠে স্থানীয় হিন্দুরা প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করেছিল। হরিনাম সংকীর্তন হওয়ার কথা ছিল লক্ষ্মীপূজার পরেরদিন। আয়োজন চলছিল উৎসাহের সঙ্গে। গত ১৮ ই অক্টোবর পঞ্চমীর দিন পূজা কমিটির তিনজন স্বপন সর্দার, অনন্ত সর্দার ও সনাতন মন্ডল অটোতে করে জেনারেটর ভাড়া করতে যাচ্ছিল। কেল্লা ব্রিজের কাছে আড্ডারত প্রায় জনা পঁচিশ মুসলমান অতর্কিতে হামলা চালায় তাদের ওপর। স্বপন সর্দারের (২৩) উরুতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে স্বপন ভাঙ্গড় হাসপাতালে ভর্তি। অপর দুজন সনাতন মন্ডল ও অনন্ত সর্দারকে ব্যাপক মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় কেল্লা পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে। তাদের ওপর হামলা চালায় মহসিন সর্দার, রাহুল সেখ এবং এলাকার সমাজবিরোধী হিসেবে পরিচিত বুলেট লস্কর ও বিনো লস্কর। দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কুলতলি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঐ অঞ্চলের হিন্দু সংহতির সদস্যরা আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তরকম প্রতিরোধ করার আশ্বাস দেয়।

মহিলা শিল্পীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা ঃ মার খেয়ে পলায়ন দুর্বৃত্তদের

বাঙালী হিন্দুর বড় ধর্মীয় উৎসবে মৌলবাদী মুসলমানদের তান্ডব অব্যাহত উত্তর থেকে দক্ষিণে। প্রায় প্রতিক্ষেত্রে হিন্দুরা অত্যাচারের শিকার হলেও, কোথাও কোথাও হিন্দুরা তাদের সাধ্যমত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করছে। এরকম একটি ঘটনা হাওড়া জেলার অর্ন্তগত আন্দুল রোডের হাঁসখালি গ্রামের। দিনটি ছিল মহাসপ্তমীর। ঐদিন পূজা উপলক্ষে বাউলগানের অনুষ্ঠান চলছিল। সঙ্গীত পরিবেশন করছিলেন এক মহিলা শিল্পী। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রায় ১৫ জন মদ্যপ অবস্থায় মুসলিম যুবক স্টেজে উঠে পড়ে এবং তারা টাকা বার করে মহিলা শিল্পীকে দিতে যায় ও হাত ধরে টানাটানি করে। সঞ্চালককেও মারধোর করে তারা। তখন উদ্যাক্তারা ও উপস্থিত দর্শকরা তাদের ব্যাপক মারধোর করে এবং ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। মার খেয়ে তারা আর ফিরে আসার সাহস দেখায়নি।

প্রশাসনের চাপের কাছে নতিস্বীকার করলো না চেঙ্গাইলের সাঁপুইপাড়া

এবার ঘটনা উলুবেড়িয়া থানার অর্ন্তগত চেঙ্গাইলের সাঁপুইপাড়ার। ঐ সাঁপুইপাড়ার সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি রীতিমতো প্রশাসনিক জুলুমের শিকার। মহরমের দিন (২৪ শে অক্টোবর) আই.সি (উলুবেড়িয়া) সুব্রত ভৌমিক পূজা কমিটির সম্পাদককে জানান যে মুসলমানদের মহরমের শোভাযাত্রা পূজামন্ডপের সামনে দিয়ে যাবে এবং ঐসময় পূজামন্ডপের মাইক বন্ধ রাখতে হবে। তখন পূজা কমিটি র লোকজনও মহরমের মিছিলের মাইকও বন্ধ রাখার দাবী জানায়। কিন্তু মহরমের মিছিল চলাকালীন মাইক বন্ধ না রাখায় পূজাকমিটির লোকজন ও স্থানীয় হিন্দুরা মহরমের মিছিল আটকে দেয় এবং প্রশাসনের চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে মিছিলকে অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে বাধ্য করে।

মালদার বৈষ্ণবনগরে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রার উপরে জেহাদী হামলা

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর। গত ২৫ শে অক্টোবর দুপুরে চরিঅনন্তপুর শ্মশানের দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটি ঈদগাহ-র কাছাকাছি পৌঁছাতেই বাধা পেল সেই শোভাযাত্রা। যারা পথ আটকালো তাদের দাবী- ঈদগাহর কাছে মাইক বাজানো যাবে না। এই বাংলার মাটিতে তাদের ইচ্ছাই আদেশ! শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা সেই আদেশ শিরোধার্য করে মাইক বন্ধ করে দিল। কিন্তু সংখ্যালঘু ভাইদের নতুন দাবি- এই পথ দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়া যাবে না! পূজা কমিটির সংগঠকরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না সেই দাবি। ভগবানপুর সেখপাড়ার বাসিন্দারা বোধ হয় সেটাই চাইছিল। শোভাযাত্রার উপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। হামলাকারীদের সাথে যোগ দিল আলমপাড়ার দুষ্কৃতিরা। এই পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা। আত্মরক্ষার্থে বি এম সি বাজারে আশ্রয় নিল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী হিন্দুরা। বাজারে শুরু হল তান্ডব। পুজোর প্যান্ডেল ভাঙা হল। মূর্তি ভাঙা হল। নির্বিচারে মারধর করা হল হিন্দুদের। অতিথি হিসাবে যারা বাউলগান গাইতে গিয়েছিল, তাদেরকেও রেয়াত করা হল না। দু'জনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে বোদরাবাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে বৈষ্ণবনগর থানায় ১৯ জন দুষ্কৃতিকে চিহ্নিত করে অভিযোগ দায়ের করা হলেও গ্রেফতারের কোন খবর পাওয়া যায় নি।

প্রাক্তন পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের স্বীকারোক্তি

ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের মদত দেয় পাকিস্তান

ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের মদত দেয় পাকিস্তান, গত ২৮শে অক্টোবর এক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে একথা বললেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। তাঁর এই কথায় 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' করা নিয়ে পাকিস্তানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে গেল। 'পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘর' আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই দাবী করে আসছে। মুশারফের কথায় তার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল। তিনি বলেন, ইসলামাবাদ লস্কর ই- তৈবার মতো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গুলিকে শুধু সমর্থন করাই নয়, তাদের দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণও দিয়েছে। এই লস্কর গোষ্ঠীর জঙ্গিরা গত শতকের নয়ের দশক থেকে ভারতের কাশ্মীরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। মুশারফের এই স্বীকারোক্তির পর সন্ত্রাস ধ্বংসে তৎপর আমেরিকা পাকিস্তান সম্পর্কে কী অবস্থান নেয়, সে দিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা।

পাকিস্তানের এক টিভি চ্যানেল 'দুনিয়া টিভি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুশারফ বলেন, কাশ্মীরে হামলা চালনোর জন্য লস্কর-ই তৈবার জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ এই পাকিস্তানের মাটিতেই হয়েছিল। ইসলামিক ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদী চালু করেছিল পাকিস্তানই। আন্তর্জাতিক স্তরে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের পৃথিবীর সর্বত্র পাঠানো হয়েছিল। তিনি জানান, ১৯৭৯ সালে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে এই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ছিল। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের ধারণা মুশারফের এই স্বীকারোক্তির পর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব যে লড়াই চালাচ্ছে, তাতে পাকিস্তানের সামিল হওয়া কতখানি ভেক, তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। প্রাক্তন পাক্ প্রেসিডেন্টের এমন স্বীকারোক্তির পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক শোরগোল পরে গিয়েছে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে আমেরিকার মনোভাব কী হবে জানতে কৌতুহলী হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মহল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমেরিকা বরাবর পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে। আর আমেরিকার সাহায্য পেয়ে পাকিস্তান আগাগোড়া ভারতের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ভাঙার চেষ্টা করেছে। সোভিয়েতের পতনের পরও আমেরিকা পাকিস্তানের পাশ থেকে সরেনি এবং বিভিন্নভাবে তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করতে থাকে। ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বাড়লেও পাক সম্পর্ক ঘুরিয়ে দেয়নি তারা। ভারত বারবার দাবী করেছে যে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সমস্তরকমভাবে সাহায্য করে পাকিস্তান। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে ও পাঞ্জাবে খালিস্তানি আন্দোলনে পাকিস্তানের হাত আছে। কিন্তু ভারতের সমস্ত অভিযোগ পাকিস্তান অস্বীকার করে গেছে। বিস্ময়করভাবে সেসব ক্ষেত্রে পাকিস্তানকেই বিশ্বাস করেছে মার্কিন প্রশাসন। কিন্তু মুশারফের এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি বুঝিয়ে দিল, ভারতের সমস্ত অভিযোগ যেমন সত্য, তেমন এ নিয়ে বিশ্ববাসীকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে পাকিস্তান। স্বভাবতই এবার এ বিষয়ে বিশ্বের পয়লা নম্বর রাষ্ট্র আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কী হয়, আপাতত সে দিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

হিন্দু ধর্মের একটি বর্বর প্রথা ছিল, সতীদাহ প্রথা.... কিন্তু এই প্রথা সৃষ্টির ইতিহাস কি ??.....

সমস্ত প্রথা রীতিনীতি ও যুগ বিশেষের আইন-কানুনের পিছনে থাকে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। ইতিহাস বাদ দিয়ে তার বিচার করলে অবিচার করা হয়, তাই সতীদাহ প্রথার বিষয়ে বলতে গেলে পূর্বাপর কিছু অবস্থা না বললে তা বুঝা কঠিন হবে বলেই সেই সময়ের অবস্থার অবতারনা করতে হচ্ছে। ভারতের ইতিহাস আধুনিক কালের মত লিপিবদ্ধ করা নাই। ভারতের ও হিন্দুধর্মের ইতিহাস জানতে হলে সেই সময়ের ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থ, কিছু স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের উপরে নির্ভর করতে হয়।

১৩০০ শতাব্দীতে অশিক্ষিত আলাউদ্দিন খিলজী(সম্রাট জালালউদ্দিন খিলজীর মৃত ভাইয়ের ছেলে) ছিলেন ভারতের সম্রাট। তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য আরব থেকে কিছু ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ আনয়ন করেন। সেই সময়ে অমুসলিম প্রজাদের জন্য ২ টি কর আইনের জন্ম হয় ১) নজর -এ- মরেচা ২) নজর-এ-বেওয়া।

১) নজর-এ - মরেচা ঃ অমুসলিম প্রজাদের ছেলে বা মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পারমিশানের নেওয়ার জন্য কর।

২) নজর-এ-বেওয়া ঃ অমুসলিম প্রজাদের কোন নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইলে তাহাকে স্বামী বা পিতার গৃহে রাখিবার জন্য বার্ষিক কর।

এই দুই করের জন্য নির্দিষ্টি কোন অর্থের পরিমাপ ছিল না, সেই সময়ের পরগনার দেওয়ান বা কাজী যাহা ধার্য করিতেন প্রজারা তাহাই দিতে বাধ্য থাকিত। যাহারা এই অসমর্থ হইত, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো বা সেই কন্যা বা বধূকে বাজেয়াপ্ত করে হাউলিতে চালান করা হতো।

দীনেশচন্দ্র সেন তার ‘‘বৃহৎ বঙ্গ পুর্বোক্ত’’ গ্রন্থ এবং ‘‘প্রাগুরু’’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ‘‘যে কোন রমনী ভাল নাচিতে ও গাহিতে পারিতেন তাহলে তার রক্ষে ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার মুসলমান নবাবের নিযুক্ত এক শ্রেণীর লোক ছিল, যাদের উপাধি ছিল ‘‘সিন্ধুকী’’।

হিন্দু ঘরের রূপবতী ও গুনবতী রমনীদের ঠিকানা নবাব সরকারে জানিয়ে দেওয়াই তাদের কাজ ছিল। এর বিনিময়ে তারা বিস্তর জায়গীর পাইতেন’’।

‘‘আবার কোন কোন সময় নবাবের লোকেরা বা সেই জায়গীরের লোকেরা বিভিন্ন যায়গায় ঘুরা ফিরা করতেন। তারা হিন্দুদের প্রাপ্তবয়স্কা সুন্দরী কুমারী পাইলে বল পুর্বক ধরিয়া লইয়া যাইত’’।

যাই হোক, সেই সময়ে বিভিন্ন অত্যাচার ও অনাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য ‘‘গৌরীদান’’ প্রথা চালু হয়। অর্থ্যাৎ ঋতুমতি হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দেওয়া প্রথাই গৌরীদান প্রথা। অথচ এই ভারতে স্বয়ংবর প্রথা চালু ছিল। মেয়ে আমন্ত্রিতদের মধ্য থেকে নিজের পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে করার পদ্ধতিই ‘‘স্বয়ংবর’’ প্রথা। কালের প্রভাবে স্বয়ংবর বিবাহ প্রথার ভারতে শুরু হয় গৌরীদান প্রথার বিবাহ পদ্ধতি।

অর্থাৎ কুমারী মাতা হওয়া ও নবাবের লোলুপ দৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য শুরু হয়েছিল গৌরীদান প্রথা। আর বিধবা মাতা ও সুন্দরী বিধবাদের প্রতি মুসলিম জায়গীর ও নবাবের কুদৃষ্টি/‘‘নজরে বেওয়া’’ হাত থেকে বাঁচার জন্য হিন্দু সমাজপতিরা সতীদাহ প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন বলেই জানা যায়।

এটা সত্য যে, ব্রাহ্মণদের মতো অনেক সাধারণ মানুষের নিকটও এই সতীদাহ প্রথা একটি অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। আর তাই একদল যখন স্বামীহীন গৃহবধূকে সাদা শাড়ী পড়িয়ে, চুল কেটে, আতপ চাল খাইয়ে অনাকর্ষণীয় করে তুলতে তৎপর ছিল, অপরদিকে অন্যদল তখনো তার প্রিয় আত্মীয়টিকে মৃত্যুর করুণ মুখে ঠেলে দিতে অকুন্ঠিত হতো।

এই বিষয়ে ক্ষিতিশ চন্দ্র মৌলিক বলেন- জনস্বার্থ বিরোধী বা অপ্রয়োজনীয় প্রথা যদি কেহ জনসমাজের উপর চাপিয়ে দেন, তবে সে প্রথা অল্পদিনেই লোপ পায়। ব্রাহ্মণরা যে সকল বন্ধনী দিয়া সমাজকে বাধিয়া ফেলিলেন, তাহা আপদকালের জন্য বিধান-তাহা সর্বকালের জন্য নয়। জ্বর হইলে রুগীর ভাত খাওয়া বন্ধ হয়, পায়ে ঘা হইলে পঞ্চীরাজ ঘোড়াকেও দৌড়াইতে দেওয়া হয়না। তাহা কোনমতেই সর্বকালের জন্য নয়। অথচ শুধু সময়ের প্রয়োজনেই এই অমানবিক প্রথা প্রায় ৫০০ বছর হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা।

ফলতায় গরু পাচার চক্রের পান্ডা ধৃত

অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ফলতার কুখ্যাত গরু পাচারকারী ও মাদক দ্রব্য পাচারকারী রফিক সেখ।

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা থালার আই. সি প্রসেনজিৎ দাসের বিশেষ তৎপরতায় ঐ ব্যাক্তিকে হাসিমনগর গ্রামের সেখ পাড়া থেকে ২৫ কেজি গাঁজা সহ আটক করা হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, রবিয়াল সেখের (মৃত)পুত্র রফিক সেখ দীর্ঘদিন নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত। যেমন-গরু চুরি এবং সেগুলো বাংলাদেশে পাচার করা, ছিনতাই, মাদক দ্রব্য পাচার, জুয়া প্রভৃতি নানা অপরাধের সাথে সে যুক্ত। কিন্তু প্রমাণের অভাবে প্রশাসন এতদিন চুপ ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখে আরও জানা যায়, ওই ব্যাক্তির বাড়ির কাছে রাস্তার গায়ে বটকৃষ্ণ মাইতির একটি শিব মন্দির আছে। যেখানে রফিক সেখ ছাড়াও পাড়ার আরো তিন-চার জন মুসলিম যুবক ও বাইরের কিছু মুসলিম দুষ্কৃতি ওই মন্দিরে বসে প্রায় প্রতিদিন দিন-রাত প্রকাশ্যে মদ-গাঁজা খেয়ে নানা রকম অসামাজিক কাজকর্ম করত। সন্ধ্যার পর মেয়েদের চলাচল করা অসম্ভব ছিল। মন্দিরের পাশে দুটি হিন্দু পরিবার আছে। কিন্তু ওদের ভয়ে তাঁরা সর্বদা ভীত হয়ে থাকতো। আর কোন এক অজানা কারণে প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বিকার।

এক বিশেষ সূত্র থেকে জানা যায়, ওই রফিক সেখ হাসিমনগর গ্রামের-ই কাছাকাছি উস্থি থানার অন্তর্গত রাজারহাট নামক জায়গায় মান্নান সেখ নামে এক গরু পাচারকারীর কাছে দুষ্কর্মে হাত পাকায়। উক্ত মান্নান সেখ, তার ছেলে, দু ভাই (রাজু, ছোটে) দীর্ঘদিন গরুপাচার ও নানা দুষ্কর্মের সাথে যুক্ত। ওরা বিভিন্ন জেলা থেকে গরু চুরি করে মান্নান সেখের কষাই খানাতে কেটে মাংস বিক্রি করত। পুলিশ সব জেনেও চুপ আছে। উল্লেখ্য বিষয় হল - এই রাজ্যের-ই সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় গিয়াসউদ্দিন মোল্লার বাড়ির পাশেই ওই ব্যাক্তিদের দুষ্কর্মের আঁতুড়ঘর এবং কোন এক অজানা কারণে মান্নান সেখ, তাঁর ছেলে ও ভাইয়েরা বর্তমানে বহল তবিয়তে তাঁদের অসামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে রফিক সেখ আলিপুর জেলে থাকলেও ওই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট হিন্দু জানান যে, রফিকের সাগরেদরা ওই শিব মন্দিরে বসে এখনও প্রকাশ্যে দিন রাত্রি মদ গাঁজা খাওয়া, জুয়া খেলা, গালিগালাজ, মহিলাদের কটুক্তি করা চালিয়ে যচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও কোন লাভ হয়নি।

জাগছে স্লিপিং সেল, পুজোয় জামাতুল হানার আশঙ্কা

খাগড়াগড় কান্ডের পরে জামাতুল মুজাহিদিনের (বাংলাদেশ) অনেক নেতা গ্রেফতার হলেও তাদের ‘স্লিপিং সেল’ এখনও সক্রিয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এখনও তারা সমানেই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (NIA) গোয়েন্দারা। পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের মরশুমে তারা বড় ধরনের হামলাও চালাতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে গোয়েন্দা সংস্থাটি। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ করে ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে জঙ্গি সংগঠনগুলির স্লিপিং সেল রীতিমতো তৎপর। নদিয়ার মকিমনগর বা বর্ধমানের মঙ্গলকোটের মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হলেও, সেগুলির মতোই তারা পশ্চিমবঙ্গে আরও জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর হায়দরাবাদ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরের বাসিন্দা আলিম উল ইসলাম মন্ডল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের মালদায় ইতিমধ্যেই জাল নোট পাচারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনগুলি তৎপর। এবার বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও তারা মাদ্রাসার আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এনআইএ- সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আলিম উল ইসলাম মন্ডল ওই দিন চেরলাপল্লি সংশোধনাগারে গিয়েছিলেন বন্দি চার হরকত উল জিহাদি বা হুজি জঙ্গির সঙ্গে দেখা করতে। এদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি এবং একজন মায়ানমারের বাসিন্দা। এই হুজি জঙ্গিদের মধ্যে মহম্মদ নাসির পাকিস্তানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। আরও দুই বাংলাদেশি জঙ্গির নাম জয়নাল আবেদিন এবং ফয়জল মহম্মদ। মায়ানমারের বাসিন্দা হুজি জঙ্গির নাম জিয়াউর রহমান। এনআইএ- সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিম উল ইসলাম মন্ডল দক্ষিণ দিনাজপুরে এমন একটি মাদ্রাসা খুলতে চায়, যেখানে শিক্ষার আড়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। এজন্যই সে ঐ চার হুজি জঙ্গির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওই হুজি জঙ্গিরা তাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছিল। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ বন্দি নাসিরের কাছ থেকেই আলিমের ব্যাপারে তথ্য জানতে পারে। তার পরেই তারা হায়দরাবাদ এসটিএফকে জানায়। এর পরই সংশোধনাগারে গিয়ে আলম উল ইসলাম মন্ডল কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের মুখে আলম কবুল করেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। তিনি যে হন্যে হয়ে মাদ্রাসার জন্য জমি খুঁজছেন, সে কথাও তিনি কবুল করেন। এর পরেই তাকে গ্রেফতার করে হায়দরাবাদ এসটিএফ। ধৃত আলিমকে জেরা করেন এনআইএ গোয়েন্দারাও। এনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত আলিম এবং নাসির হরিয়ানার পানিপথে একটি কম্বল কারখানায় কাজ করতেন। সেখানেই আলিম ও নাসির জিহাদি মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হন। হায়দরাবাদের দিলসুখনগরে জোড়া বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পাক জঙ্গি ওয়াকাসকে হায়দরাবাদ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন নাসির এবং মায়ানমারের নাগরিক হুজি জঙ্গি জিয়াউর রহমান।

এনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এখন আর হুজি বা জামাতুল মুজাহিদিন (বাংলাদেশ) বলে আলাদা কিছু নেই। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ সরকার পুরনো আল বদর এবং রাজাকারদের মামলা করে একের পর এক যুদ্ধপরাধের দায়ে ফাঁসিতে ঝোলানোর পরে পরিস্থিতির বদল ঘটছে। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলির শীর্ষ নেতারা হয় এখন জেলে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গি সংগঠনগুলিও নিজেদের একই ছাতার নীচে এনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইছে। যেমন পুরনো হুজি জঙ্গিরা এখন সবাই জেএমবির ছাতার তলায়। বাংলাদেশের রাজশাহি, চট্টগ্রাম এবং চাপাইনবাবগঞ্জে জেএমবি সংগঠন বেশ শক্তিশালী। এই তিনটি জেলার মধ্যে চট্টগ্রাম বাদে বাকি দুটি জেলাই ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন। এই দুটি জেলা থেকেহ উত্তরবঙ্গে জিহাদ পাচার করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এনআইএ গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, জঙ্গিদের মডিউলগুলি এমনভাবে কাজ করে, যার সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

সতীদাহ বন্ধ করা গেলে, মুসলিম বহু বিবাহ কেন নয়

সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা সম্ভব হলে মুসলিম বহুবিবাহ কেন বন্ধ করা যাবে না- এ প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে বহুগামিতা ও তিন তালাক পদ্ধতি নিষিদ্ধ করার কথাও ভাবছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। মুসলিম মহিলাদের একতরফাভাবে ডিভোর্সের বিষয়টিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রীতিমত উদ্বিগ্ন। ডিভোর্স অথবা স্বামীর বহুবিবাহের ফলে মুসলিম মহিলারা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি উপযুক্ত বেঞ্চ গঠন করে দিতে মুখ্য বিচারপতিকে বলছে সুপ্রিম কোর্ট।

গত ১৬ অক্টোবর এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, একতরফা ভাবে ডিভোর্স অথবা স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ফলে মুসলিম মহিলাদের অধিকার খর্ব হচ্ছে এবং তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ফলে মুসলিম মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে মনে করে সুপ্রিমকোর্ট বিচারপতি অমিল আরদাভে ও বিচারপতি আদর্শ কুমার গোয়েলকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মুসলিম মহিলাদের এসব ইস্যু নিয়ে জনস্বার্থ মামলা নথিভুক্ত করে নতুন আরেকটি বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ বিষয়ে শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট ২০০৩ সালের জাভেদ বনাম হরিয়ানা রাজ্যের একটি মামলার প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছে, বহুগামিতা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং সতীদাহ প্রথা যেভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সেভাবেই তা নিষিদ্ধ করা দরকার। লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, মুসলিম মহিলাদের একতরফাভাবে ডিভোর্সের বিষয়টিকে কখনও গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা হয়নি।

(সৌজন্যে - দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকা)

বারানসীতে ৩১৫ জন খ্রীষ্টান স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করল

ঘটনাটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অউসানপুর গ্রামের, যার দূরত্ব বারানসী শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার। হিন্দুধর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক খ্রীষ্টানদের জন্য শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ‘ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগ’ নামক একটি সংগঠন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৩৮টি খ্রীষ্টান পরিবারের প্রায় ৩১৫ জন সদস্য হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। এদের হাতে ‘গীতা’ ও ‘হনুমান চালিশা’ তুলে দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে। কেউ কোন অভিযোগ না জানানো সত্ত্বেও স্থানীয় বাদাগাঁও পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক চন্দ্রম বিন্দকে আটক করে। পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) এস পি সিং বলেন, ‘‘ওখানে কোন জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটেনি। শুধুমাত্র ইচ্ছুকদের জন্য ‘শুদ্ধিকরণ’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।’’

খিলাফত ! না মহিলা হাট ?

পবিত্র রায়

আই এস প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে মহিলারা পণ্যে পরিণত হয়েছে। দখলকৃত এলাকার দামি জিনিসপত্র-প্রত্নসামগ্রীও আই এস বাহিনীর দখলকৃত সম্পদ এবং যথা তথা বিক্রয় করার অধিকার হিসেবে ধরা হচ্ছে। সম্প্রতি দলীয় পত্রিকায় বিস্ফোরক সংবাদের জোগান দিয়েছে আই এস। ‘দার্বিক’ নামক ঐ সংবাদপত্রের নবম সংস্করণে প্রেসিডেন্ট ওবামার স্ত্রী মিশেলকে যৌনকর্মী বলা হয়েছে। আবার এক আই এস জঙ্গির স্ত্রী সুমায়া আল মুহাজির দাবি করেছে জোর করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে ধর্ষণ বলা চলে না। অন্য আরও একটা খবরে জানা যাচ্ছে ইয়েজিদি কিশোরী, বালিকা, যুবতী যাকেই আই এস বাহিনী ধরতে পারছে-তাকেই যৌনদাসী বানাচ্ছে ও ধর্ষণ করছে। বিভিন্ন বয়সী মেয়েদের দামও বিভিন্নভাবে স্থির করেছে আই এস। অবশ্য সব কেনাবেচাই ডলারে হচ্ছে। আট দশবছর বয়সী মেয়েদেরও রেহাই নেই। খ্রিষ্টান ও ইয়োজিদিদের মেয়ে হলেই সেটা আই এস জঙ্গিদের ব্যাক্তিগত সম্পদ হিসাবে গণ্য হচ্ছে। তাতে কোনরূপ বাধা নেই। আবু বকর আল বাগদাদির খিলাফত আক্ষরিক অর্থেই নারী বেচাকেনার হাটে পরিণত হয়ে উঠেছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু অমানবিক কাজ করা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে কোন প্রতিবাদ বা অন্যায় কাজ বলে কোনরূপ ভাষ্য কেউই প্রদান করেনি। উন্নত বিশ্বও আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব।

তবে ধর্মীয় দিক থেকে বিচার করলে আই এসকে কোনরূপ দোষ দেওয়া যায় না। এরা ধর্মীয়ভাবে কোন অন্যায় করছেনা। ১৭৮৫ সালে লন্ডনে নিয়োজিত ত্রিপোলির রাষ্ট্রদূত আবাদ আল রহমানের কাছে জেফারসন ও জন অ্যাডামস যখন জানতে চান যে তাদের বাণিজ্যিকতরী, নাবিক, মহিলা ও শিশুদেরকে তারা আটক করে বিক্রয় করা ও বশ্যতাকর দিতে বাধ্য করছে কেন? আবাদ আল রহমান বলেছিলেন, এটা তাদের ধর্মীয় অধিকার। মুসলিম বাদে অন্য সমস্ত জাতিই পাপী। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও ক্রীতদাস বানানো মুসলিমদের ধর্মীয় অধিকার ও কর্তব্য। আই এসও তো বিধর্মী মহিলাদিগের উপর একই ব্যবহার করছে-দোষ কোথায়? সুমায়া আল মুহাজিরা একজন মহিলার সঙ্গে জোর করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে ধর্ষণ মনে করে না। সামগ্রিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে একটু চিন্তাভাবনা করলে সত্যিই ধর্ষণের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। শুধু ছোট্ট একটি কথা বলে প্রশ্ন রাখা যায়। প্রশ্নটি হলো ৫/৬ জন শক্ত সমর্থ অমুসলিম যুবক যদি হাত পা বেঁধে সুমায়ার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সেটা সুমায়া মেনে নেবে তো? মুসলিম বালিকা, কিশোরী, যুবতী ও প্রৌঢ়াদের দলে দলে আই এস- এর এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যৌনদাসী বানানো এবং বিক্রয় করা শুরু করলে আই এস এর জবাব সঠিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়।

এইবার সামান্য কিছু ধর্মীয় প্রশ্ন করা যায়। ইসলাম সম্পর্কে সাম্যের ধর্ম, ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্ত করেছিলেন নবীজি, ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। সত্য কতটা? নবীজির নিজেরই একটি ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী ছিল। নাম ছিল আনজাশা ও বারীরাহ। নবীজি যুদ্ধলব্ধ মালকে গণিমত বলতেন। যুদ্ধবন্দী নারী-পুরুষদের নবীজি গণিমত মনে করতেন। ওদেরকে বিক্রয় করার নির্দেশও দিতেন। একজন মালিকহীন ক্রীতদাসকে নবীজি বিক্রয়ও করেছিলেন। আই এসও গণিমত হিসাবে নারীদেরকে পণ্য বানিয়েছে। দোষ কোথায়? নবীজির বিবিদের অনেকেই ছিলেন যুদ্ধলব্ধ গণিমত। যুদ্ধলব্ধ গণিমত হিসেবে পাওয়া মহিলাদেরকে সাহাবীগণ ভোগ করতে ইতস্তত করছেন দেখে খোদা নবীর মাধ্যমে আয়াত প্রেরণ করলেন, ‘‘তোমাদের দক্ষিণহস্ত যা অধিকার করেছে, সেটা বৈধ ও উত্তম, ভোগ কর।’’ অর্থাৎ সবই উত্তম এবং বৈধ, শুধু যে কোন মূল্যে অধিকার করতে পারলেই হল। নবীজি এবং তৎপরবর্তী সময়ে বন্দী নারী পুরুষদেরকে ‘নেজদ’ পাঠিয়ে বহিঃবিশ্বে বিক্রয় করা হত। ফাতিমা তার আব্বার কাছে একবার একটা ক্রীতদাস চেয়েছিল। অর্থাৎ নবীর আমলে ক্রীতদাস প্রথা ছিল। আর কিশোরীদেরকে উপভোগ করার উদাহরণ হিসাবে আয়েশার উক্তিটিই যথোপযুক্ত প্রমাণ হতে পারে। আয়েশা বলেছেন যখন তিনি নবীজির সাথে প্রথম বাসর উদযাপন করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ন’বৎসর। সুতরাং শিশু-কিশোরীদের যৌন নিপীড়ন করে আই এস জঙ্গিরা ভুল করছে না। ইসলামী সূত্র অনুযায়ী নারীরা পুরুষদের জমি মাত্র। সুতরাং জমি ক্রয়-বিক্রয়, অধিকার-দান প্রভৃতি করা যেতেই পারে।

আসল প্রশ্ন অন্যত্র। সারা পৃথিবীতে সামান্যতম বিচ্যুতি ঘটলেই অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এর মত মানবতার সংগঠন পাগল হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ ভারতে কিছু ঘটলেই চোখ রাঙাতে কালক্ষয় করে না। আর মুসলমান উগ্রপন্থী দ্বারা অমানবিক ও পশুসম আচরণ করলেও এদের কোন ভাষ্য নেই কেন? মুসলমান খিলাফত গঠন করা হয়েছে, মুসললানদের নিকট সেটা প্রেরণা হতেই পারে বা হয়ে উঠছেও। কারণ সারা পৃথিবীতেই আই এর এর নিয়োগকরণ সেল সক্রিয়। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যাতিক্রম নয়। অর্থাৎ মুসলমানগণ আই এস এর খিলাফতে আকৃষ্ট হচ্ছে। আই এস তাদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বিধর্মীদেরকে খুন করেছে, গণিমত বানাচ্ছে - ধর্মান্তকরণ করাচ্ছে। তাদেরকে যদি কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, সোজা কথায় উত্তর দেবে তারা তাদের ধর্ম পালন করছে। আর যদি নিষেধ করা হয়, তাহলে তাদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়ে পড়ে। আর তাদের ধর্মীয় অধিকার স্বীকার করে নিলে পৃথিবীতে অন্য সকলের স্বাধীনতা- ধর্মীয় অধিকার অস্বীকার করা হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির দেশের আইন তারা মানতে বাধ্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিধি নিষেধও তারা মানতে বাধ্য। সুতরাং কড়া কোন অবস্থান নেওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে কি আই এস এর উন্মত্ততা সমানে চলতে থাকবে? সত্যিই কি সারা পৃথিবী থেকে বিধর্মীগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

একটাই কাজ করা যেতে পারে। আই এস তাদের খিলাফতে যেটা ইসলামী দর্শন করছে, অমুসলিম দেশগুলোও সেটাই বিপরীত ভাবে শুরু করুক। কেউ প্রশ্ন করলে বলুক, বিশ্বনবীর সমস্ত কাজই সারা পৃথিবীর জন্য। সারা পৃথিবীর মানুষই তাঁর উম্মত। সুতরাং আইএস এর কাজ যদি ধর্মীয় কর্তব্য হয়, আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য ওদের উপর একই কাজ করা। খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীর সভ্য মানুষকে সেই দিকেই ঝুঁকতে হবে। আর সারা পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে মুসলমানদের উপর আই এস প্রদর্শিত ব্যবহার শুরু হলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠবে। মহিলা বিক্রীর হাটে মুসলিম মহিলার আধিক্য ঘটবে। ওদের আর বাইরে থেকে মহিলা আমদানির প্রয়োজন হবে না। অন্যান্য জনজাতির মহিলারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আর এমনটি যদি সত্যিই করা হয়, তাহলে বুখারী শরীফের ১৭৪২ নং হাদিসটি সঠিক প্রমাণিত হবে। হাদিসাটিতে বলা হয়েছে, ‘‘রসুলুল্লাহ(স) বলেছেন, ঈসান এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।’’

হিংসার বদলে চরম হিংসা, অমানবিকতার বদলে চরম অমানবিকতা, নৃশংসতার বদলে নৃশংসতা, আর হত্যার বদলে নিষ্ঠুর গণহত্যাই আই এস-দের জন্য সঠিক নীতি। মাতৃজাতিকে গরু-ছাগলের মত হাটে বাজারে বিক্রী করার হাত থেকে

শেষাংশ ৭ পাতায়

বিশেষ প্রতিবেদন

নিছক মানবিকতার কারণে গো-সংরক্ষণ আজ আবশ্যক

গরুকে কেউ মা বললেও যেমন আমার আপত্তি নেই, আবার গরুকে কেউ নিছক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ শ্রদ্ধা মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে তৈরী হয়। এই বিশ্বাস কতটা যুক্তিপূর্ণ সেটা সেই বিশ্বাসী ব্যক্তির মানসিক গঠন, তার শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতির গতি প্রকৃতির বিষয়ে তার knowledge এবং observation ইত্যাদির উপরে নির্ভর করে। কিন্তু যতই অযৌক্তিক মনে হোক না কেন কিছু বিশ্বাস করার পুর্ণ স্বাধীনতা মানুষের আছে যতক্ষণ না তার সেই বিশ্বাস অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে, তার বিশ্বাস সমাজ এবং প্রকৃতির ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। দেশ, জাতি তথা বিশ্বমানবতার স্বার্থের পরিপন্থী না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। তবে মানুষের বিশ্বাস নিশ্চয়ই যুক্তি নির্ভর হওয়া উচিত। পাশাপাশি সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেও কিছু কিছু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা মানুষের মনে পরম্পরাগতভাবে তৈরী হয়ে থাকে, হয়তো তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে।

আমি সুনামীর পরে লিটল আন্দামানে গিয়েছিলাম। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে একজন তাঁর অভিজ্ঞতা শোনাতে গিয়ে বললেন, কয়েক পুরুষ ধরে সেখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস, সমুদ্র যখন দূরে সরে যায় তখন মানুয়েরও উচিত সমুদ্র থেকে দূরে সরে যাওয়া। সুনামীর ঢেউ যখন আছড়ে পড়ল, ঠিক তার আগে সমুদ্রের জল অনেক দূরে পিছিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসের ভিত্তিতে যারা তা দেখে তখন সমুদ্র থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, তাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন। আর যারা এই বিশ্বাসকে কুসংস্কার মনে করে তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তারা আজ আর বেঁচে নেই! অর্থাৎ বৈজ্ঞনিক ব্যাখ্যা না জানলেও অভিজ্ঞতা ও observation এর ভিত্তিতে যে বিশ্বাস তৈরী হয়, তা নিশ্চয় উপহাসের বিষয় হতে পারে না। গরুকে মা বলতে অস্বীকার করার অধিকার আমার আছে। কিন্তু কেউ যদি গরুকে মা বলে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে - তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাটাকে আমি কোনভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করি না। এটাও এক ধরণের সঙ্কীর্ণ মানসিকতার লক্ষণ।

দ্বিতীয় বিষয় খাদ্যাভ্যাস। মানুষের খাদ্যাভ্যাস তৈরী হয় মূলতঃ খাদ্যের খাদ্যগুণ এবং তার সহজলভ্যতার উপরে ভিত্তি করে। মানুষ সব সময় সস্তায় পুষ্টিকর খাবার খোঁজে। যে খাবার যত বেশী সহজলভ্য , তার দাম তত কম। আমরা ছোটবেলায় পাঁঠার মাংসই বেশী খেতাম। ধীরে ধীরে দাম বাড়তে থাকল, দেশী মুরগী সেই জায়গা দখল করতে লাগল। প্রথম প্রথম মুরগী সাধারণ হিন্দু পরিবারগুলোতে গ্রহণযোগ্য ছিল না। অনেক বাড়ীতে আলাদা বাসন ছিল মুরগী রান্না করার জন্য! পুরোনো লোকেরা বলতেন - মুরগী ম্লেচ্ছদের খাবার! এখনকার প্রজন্ম ভাবতে পারে এসব কথা? পরে পোল্ট্রি চলে এলো। ইদানীং শুকরের মাংসও ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আমার বলার বিষয় হচ্ছে খাদ্য নির্বাচনের এই বিবর্তন একটা natural process। এ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজ কেউ কি বলতে পারে?

এখন এই খাদ্য নির্বাচনের সময় আরও কিছু বিষয় বিচার্য থেকে যায়। সেগুলো হল বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য ঠিক থাকছে কি না, আমরা খেয়ে খেয়েই অনেক প্রজাতির পশুকে পৃথিবী থেকেই বিলোপ করে দিতে চলেছি কি না, কোন পশুর মাংস হিসাবে পেটে যাওয়ার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অন্য বিশেষ উপযোগিতা আছে কি না, ইত্যাদি বিচার করে পশুহত্যা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারের। কারণ সরকারের হাতে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়গুলোর সঠিক অধ্যয়ন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্য মেশিনারি আছে। আমাদের বাজারে আগে কচ্ছপের মাংস বিক্রি হত, আজকে তা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। হরিণের মাংস, বুনো শুয়োরের মাংসের স্বাদ থেকে সরকার আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভারতে গোহত্যার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট সহ একাধিক হাইকোর্ট নিষেধাজ্ঞা জারী করা সত্ত্বেও তাকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করা হচ্ছে। কোনও ধর্মীয় ground এ এই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে তা নয়। ভারতের মতো কৃষিপ্রধান ও বিশাল জনসংখ্যার দেশে গোসম্পদ রক্ষণ আবশ্যক বলেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই সিদ্ধন্ত নিয়েছে। দুধ সরবরাহ এবং কৃষিকাজের ক্ষেত্রে আজ গরুর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। তাই গরুকে সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গোসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। West Bengal Animal Slaughter Control Act,1950 observation অনুসারে পশ্চিমবঙ্গেও প্রজননে, কৃষিকাজে সক্ষম ও ১৪ বছরের কম বয়সী গরুকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। তা সত্বেও বাস্তবে কি ঘটে চলছে তা আমাদের কারো অজানা নয়। ধর্মের নাম দিয়ে

আদালত অবমাননা করা হচ্ছে বুক ঠুকে! ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে ভারতের শিশুদের গোদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে বিনা বাধায়!

কৃষিকাজে মুসলমানরা কি গরু ব্যবহার করে না? করে। মুসলমান শিশুরা কি গরুর দুধ খায় না? খায়। গোসম্পদ সংরক্ষণ হলে কি শুধু হিন্দুদেরই লাভ হবে? নিশ্চয় না। তা সত্ত্বেও গরু কাটার প্রতি এত আগ্রহ কেন মুসলিম সমাজের? কারণ হিন্দুদের উপরে নিজেদের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। শক-হূণেরা ভারতে এসে একদেহে লীন হয়ে যেতে পারলেও পাঠান-মোগলরা পারে নি। কোনদিন পারবেও না। কারণ ইসলামের কোর্ হচ্ছে seperatism! তারা পৃথিবীর কোন দেশে গিয়ে মূল সমাজের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে নি। তাদের মুখে সর্বত্র একই দাবি - আলাদা স্টেটাস চাই। আলাদা আইন, আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা, আলাদা ভাষা, আলাদা পতাকা - আলাদা দেশ!

শেষাংশ ৮ পাতায়

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশে হিন্দুবস্তিতে শাসক দলের পান্ডাদের হামলা

লুটপাট, লাথিতে মহিলার গর্ভপাত, জখম ২০

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের ছত্রচ্ছায়ায় একের পর এক হামলার ঘটনা যেন ঘটেনি। শেখ হাসিনা সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী-এমপি দের বিরুদ্ধে হিন্দু নিগ্রহ, তাঁদের হামলায় সম্পত্তি দখল, মন্দিরে হামলার অভিযোগের মধ্যে এবার হিন্দু বসতিতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটল।

লক্ষ্মীপূজায় আতশবাজি পোড়ানো ও গান বাজানোর 'অপরাধে' শাসক দলের পান্ডাদের হামলায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলা ফেনির মাথিয়ারার জেলেপাড়া তছনছ হয়ে যায়। হামলাকারীরা হিন্দুদের দোকান, বাড়িঘর ভাঙচুর করে এবং লুটপাট চালায়। এসময় তুলসীরানি দাস নামে এক অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মেরে গর্ভের শিশুকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। হামলার ঘটনায় জখম হন ২০ জন।

বুধবার মধ্যরাতের পর ফেনি সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের মাথিয়ারার জেলেপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। ফেনি জেলা পূজা পরিষদের সভাপতি রাজীব খগেশ দত্ত এই তথ্য জানান। ঘটনার পর আতঙ্কগ্রস্ত অর্ধশতাধিক হিন্দু পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে নৌকায় উঠে ফেনি নদীতে আশ্রয় নেয়। ১০ ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে নদীতে ভাসতে থাকা পরিবারগুলো বাড়ি ফিরে আসে।

এ-দিকে, এ-ঘটনায় শুক্রবার পুলিশ ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের ফেনি আদালতে তোলা হলে এদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকি আরও আট জনকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ অভিযান চলছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আট জনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন শাসক দলের যুব লিগের কর্মী নুর হোসেন, আমির হোসেন, জাকির হোসেন, আলমির হোসেন বাবুল, রিয়াজ উদ্দিন, সাদ্দাম হোসেন, জাহাঙ্গির আলম ও সোহাগ। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা জওহরলাল দাস জানান, লক্ষীপূজায় আতশবাজি পোড়ানো ও গান বাজানোর জেরে বুধবার মধ্যরাতে মাথিয়ারা গ্রামের সাহাব উদ্দিনের ছেলে ইকবাল হামলা চালায়। পাড়ার লোকজন হামলাকারীদের প্রতিহত করতে গেলে তারা এলোপাতাড়ি কোপ বসাতে থাকে। সাতমাসের গর্ভবতী তুলসীরানি দাসের (২০) ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। এতে কণিকার প্রচন্ড রক্তপাত হলে বৃহস্পতিবার ভোরে ফেনি সদর হাসপাতালে তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেন।

এদিকে হামলাকারীদের অস্ত্রের আঘাতে জওহরলাল দাস (৪৫), আলোরানি দাস (২৮), শোভারানি দাস (৪৫), শুকদেব দাস (১২), পরিমল দাস (৬০), বিকাশ (২৪) এছাড়াও অন্তত ২০ জন আহত হন। তাঁদের ফেনি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ফেনি সদর হাসপাতালে আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডাঃ অসীমকুমার সাহা জানান, প্রসূতি কণিকারানি এখনও আশঙ্কামুক্ত নন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে। তাঁকে রক্ত দেওয়া হয়েছে। ফেনী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুব মোর্শেদ জানান, হামলার ঘটনায় জওহরলাল দাস বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় থানায় মামলা করেন। এরপর পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারে তল্লাশি শুরু করে। এ দিকে ফেনীর জেলা পুলিশ সুপার রেজাউল হক জানিয়েছেন, হামলার সময় বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রশাসনের আশ্বাসে শুক্রবার দুপুরের মধ্যে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন। তিনি বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই নিন্দাজনক। ইতিমধ্যেই আমরা মামলা নিয়েছি এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছি। বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে। অপরাধীদের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, যে অপরাধ করেছে সেই অপরাধী। তারা কোন দলের সেটি কোনও বিষয় না। তিনি আরও বলেন, আমরা গতকাল থেকে অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছি। আরও ৮ জনকে ধরার জন্য অভিযান চলছে। ভিকটিম তুলসীরানি দাসের অবস্থা উন্নতির দিকে। এলাকার পরিস্থিতিও এখন শান্ত। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে প্রসূতি তুলসীরানি দাসের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে জরুরি ভিত্তিতে তিন ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য শনিবার মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ দিকেএ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বইছে। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। তীব্র কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা করেছে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও। জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ নিয়ে চলছে তীব্র সমালোচনা। এ ছাড়া, সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কেউ কেউ।

৬ পাতার শেষাংশ

খিলাফত ! না মহিলা হাট ?

উদ্ধার করতে হলে 'শঠে শাঠ্যং' নীতির বাইরে কিছু থাকতে পারে না। সভ্য মানুষকে বাঁচাতে খিলাফত নামক মহিলা কেনাবেচার হাটকে অবশ্য ধ্বংস করতে হবে। নইলে ইসলাম সারা পৃথিবী থেকে অন্য সব ধর্ম বিনাশ করতে উঠে পড়ে লাগবে। কারণ হল, ওরা বুঝে যাবে বর্তমান সভ্যসমাজে মানব বিক্রয়কেও কেউ বাধা দিতে সাহস পায় না। বিধর্মীগণকে বিনাশ করলেও কেউ বাধা দিতে আসবে না। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল আই এস এইরূপ কাজ করলেও বুদ্ধিজীবি ও উদারপন্থী বলে কথিত কোন মুসলমান কখনো কোন প্রতিবাদ করে না ! তবে কি এরাও আইএস সমর্থক ? ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী কমিউনিষ্টগণের কোনরূপ হেলদোলও দেখা যায় না। সুতরাং এরাও আই এস সমর্থক ধরা যেতেই পারে।. তাই আজ জরুরী প্রশ্ন, সব মুসলমান সরকারি ভাবে আইএসে যোগ না দিলেও অন্তরে কি তারা আইএস আদর্শ পালন করে ? জঙ্গল থেকে বাঘ ধরে আনা যেতে পারে, বাঘের মন থেকে জঙ্গল তুলে ফেলা যায় না। ইসলামী সংস্কৃতি থেকে মধ্যযুগীয় অমানবিক ক্রিয়া-কর্ম তুলে ফেলা অসম্ভব। সুতরাং এর বিনাশকরণই কি এক মাত্র পথ ?

টঙ্গীবাড়ীতে নির্যাতিত হয়ে হিন্দু পরিবার গ্রামছাড়া

টঙ্গীবাড়ী উপজেলার যশলং ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবু ছালাম সেখ (৫৫) এর নির্যাতনের শিকার হয়ে এক হিন্দু পরিবার গ্রাম ছাড়া হয়েছে। গত ১লা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ওই চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তার শ্যালক আলমগীর এবং দুই ছেলে শাহ-মোয়াজ্জেম ও মোশাররফ যশলং গ্রামের একমাত্র হিন্দু পরিবারটির উপর হামলা চালায়।

এ সময় ওই পরিবারের নিরঞ্জন বিশ্বাস (৬০), কাজল রাণী (৫২), তাদের মেয়ে সুবর্ণা বিশ্বাস (১৮), সুচিত্রা বিশ্বাস (১৫), দিপালী রাণী (২৫) ও মিন্টু বিশ্বাসের (৩৫) উপর হামলা চালিয়ে তাদের গুরুতর আহত করা হয়। নিরঞ্জন বিশ্বাস এখনো গুরুতর আহত অবস্থায় মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। এ ঘটনায় নিরঞ্জন বিশ্বাসের ছেলে শুভ বিশ্বাস বাদী হয়ে চেয়ারম্যানসহ ৬ জনকে আসামী করে টঙ্গীবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করেছে। এর পর ওই মামলার ৫ আসামী জামিনে গিয়ে ওই হিন্দু পরিবারটিকে হুমকি দেওয়ায় কি তারা এখন আত্মগোপন করে দিন কাটাচ্ছে। তাদের হুমকির কারণে ওই পরিবারের গৃহ-পালিত পশুগুলো নিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছিল না পরিবারটি। পরে এক নৌ চালককে দিয়ে তাদের গৃহপালিত পশু পাখি নিয়ে গিয়ে তারা আত্মগোপনে রয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, তাদের বসবাসের ৩টি ঘর তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে। ওই বাড়িতে একটি লোকও নেই। শুভ বিশ্বাস জানায়, চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের বাড়ি জোর করে দখল নিতে চেষ্টা করে আসছিল। এই কারণেই তার নেতৃত্বে আমার পরিবারের ওপর হামলা করে আমার বাবার মাথা ফাটিয়ে পরে তাকে জলে চুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করে সে। জানা গেছে, ওই হিন্দু পরিবারের পাশের বাড়িটি এক বছর আগে ক্রয় করে ইউপি চেয়ারম্যান আবু ছালাম। পরে ইউপি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি পরে পাশের হিন্দু পরিবারের বাড়ির জমিটির উপর। এরপর চেয়ারম্যান তার শ্যালক আলমগীর হাওলাদারকে থাকতে দেয় তার ক্রয় করা বাড়িটিতে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চলতে থাকে হিন্দু পরিবারটির উপর নির্যাতন। গত ১লা অক্টোবর তারিখে ইট নেওয়াকে কেন্দ্র করে ওই হিন্দু পরিবারটির বাড়িতে গিয়ে তাদের উপর হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত এবং ওই পরিবারটির হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে চেয়ারম্যানের লোকজন। এ ব্যাপারে ইউপি চেয়ারম্যান আবু ছালাম জানান, আমার শ্যালক এর সাথে পাশের হিন্দু পরিবারটির মারামারি হয়েছে। ঐ সময় আমি বাড়ি ছিলাম না। টঙ্গীবাড়ী থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানান, হিন্দু পরিবারকে মারার ঘটনায় মামলা হয়েছে। ওই মামলার ৬ আসামীর মধ্যে ৫ আসামী আদালত হতে জামিনে হয়েছে। মামলাটির তদন্ত চলছে।

দুর্গাঠাকুরের মূর্তি ভাঙা হল বাংলাদেশের নাটোরে

গত ২৩ শে অক্টোবর নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলাতে দুর্গামন্দিরে হামলা চালায় একদল মুখঢাকা দুষ্কৃতি। তারা দুর্গা, লক্ষ্মী,স্বরস্বতী সহ প্রত্যেকটি মূর্তির মাথা কেটে নেয়। এই ঘটনাটি ঘটে ভোর ৪ টার সময়। পূজা কমিটির সভাপতি বলেন, ''আমরা পূজা শেষ করার পর দুজন পাহারাদার রেখে ফিরে যাই। কিন্তু দুষ্কৃতিরা দুজনকে বেঁধে মন্দিরে হামলা চালায়।'' উল্লেখ্য ঐ পাহারাদারদের মধ্যে দুজনেই ছিল মুসলিম। এই ঘটনার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা পাহারাদারদের একজন রাজীব উদ্দিনকে ধরে ফেলে এবং ব্যাপক মারধোর করে। পরে দুজনেই স্বীকার করে তারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তারপর হিন্দু জনতা অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে নাটোর - গুরুদাশপুর সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের খবর পেয়ে ডেপুটি কমিশনার মুশিউর রহমান ঘটনাস্থলে যান এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দেন।

সাতক্ষীরায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙল ইসলামের সমর্থকরা

বাংলাদেশের অন্তর্গত সাতক্ষীরা অঞ্চলের আশাশুনি উপজেলায় আসন্ন দুর্গাপূজার জন্য তৈরি ১৫টি প্রতিমা ভেঙে ফেললো সে দেশের ইসলামের সমর্থকেরা। আশাশুনি থানার ওসি আজমল হুদা জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রতাপনগর ইউনিয়নের কর্মকার পাড়ার সার্বজনীন দুর্গামন্দিরে এ ঘটনা ঘটে। সেখানে অন্যান্য মন্ডপেরও প্রতিমা নির্মিত হচ্ছিল। মন্দিরের সভাপতি অমিত সোম ঘোষ বলেন, দুর্গাপূজা সামনে, তাই প্রতিমাগুলো মন্দিরে রেখেই নির্মাণ করা হচ্ছিল।

রাতের কোন একসময় দুর্বৃত্তরা মন্দিরে ঢুকে ১৫টি প্রতিমাই ভেঙে দেয়। কোনটির হাত, কোনটির মাথা ভেঙে ফেলেছে তারা। সকালে মন্দিরে এসে সব মূর্তি ভাঙা দেখার পর পুলিশে খবর দেওয়া হয় বলে অমিতবাবু জানান।

বুধবার দুপুরে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনে এক জরুরি বৈঠকে পুলিশ সুপার চৌধুরী মঞ্জুরুল কবির বলেন, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। সাধারণ হিন্দুরা এই ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

বগুড়া পূজা মন্ডপে আগুন

২৫/১০/২০১৫ রবিবার বাংলাদেশে বগুড়া ঠনঠনিয়া হিন্দু পাড়ার মহালয় যুব সংঘের হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষী পূজার মন্ডপে ভোর অনুমান পিছনের দিক থেকে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে পূজা মন্ডপে বগুড়া ঠনঠনিয়া হিন্দু পাড়া মহালয় যুব সংঘের আয়োজনে হিন্দু সম্প্রদায়ের লক্ষী পূজার সব আয়োজন করা হয়েছিল। আগুন লাগার ঘটনায় তাদের ভিতরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আগুন লাগানোর ঘটনায় পূজা উদ্‌যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এবং তারা জানায় এই পুড়ে যাওয়ার মন্ডপেই তারা লক্ষীপূজার আয়োজন করবে।

দেশের সবার জন্য সমান আইন নয় কেন ?

এক খ্রীষ্টান দম্পতির করা জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে বিচারপতি সমরজিত সেন ও শিবকীর্তি সিং এই কথা বলেন। বিচারপতিরা সরকারের সলিসিটর জেনারেল রঞ্জিৎ কুমারকে তিন সপ্তাহের সময় দেন কেন্দ্রের মতামত জানানোর জন্য। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারতে বহু ধর্মের মানুষের বসবাস। আলাদা আলাদা ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে আলাদা 'পার্সোনাল ল' বা ব্যক্তিগত আইন। বিবাহ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তান দত্তক নেওয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ ইত্যাদি ঠিক হয় এই আইন দ্বারা। যেমন হিন্দু একটি বিয়ে করতে পারে, কিন্তু মুসলিম চারটি বিয়ে করতে পারে; বিবাহ বিচ্ছেদে হিন্দুকে দিতে হয় ভরণপোষণ, কিন্তু 'মুসলিম পার্সোনাল ল' অনুযায়ী ভরণপোষণ দেওয়া অনুচিত ইত্যাদি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, ধর্ম অনুযায়ী আলাদা আইন সংবিধান বিরোধী; সংবিধানের ১৪ নং ধারা (আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইন কর্তৃক সমানভাবে রক্ষিত) এবং ২১ নং ধারা (জীবন ও বাক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার)। এই বৈষম্যমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করা উচিত বলে মন্তব্য করেন বিচারপতি। এই প্রসঙ্গে দেশের আইনমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া বলেন, "দেশের ঐক্য রক্ষায় সবার জন্য সমান আইন চালু করা জরুরী।" তিনি আরও বলেন, "আমরা বিভিন্ন ল -বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব"।

সহনশীলতা ভারত পাকিস্তানের কাছ থেকে শিখবে না

সহনশীলতা কাকে বলে সেটা পাকিস্তানের কাছে শিখবে না ভারত। গত ১৩ ই অক্টোবর এক বিবৃতিতে ভারত সরকার তার মনোভাব স্পষ্ট করে দিল পাকিস্তানের কাছে।

সম্প্রতি শিবসেনার তাণ্ডবে গুলাম আলির অনুষ্ঠান বাতিল ও পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী খুরশিদ মেহমুদ কাসুরির বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে সুধীন্দ্র কুলকার্নির মুখে কালি লেপে দেয় তারা। পাকিস্তানের বিদেশদপ্তর জানিয়েছে, ভারতে যা ঘটছে তা খুবই উদ্বেগজনক। পাকিস্তানের গুণীজনেরা ভারতে অপমানিত হচ্ছেন এবং ভারতকে সহনশীল হতে হবে।

পাল্টা জবাব দেয় ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। বলা হয়, সহনশীলতা ভারত পাকিস্তানের কাছে শিখবে না। যারা নিজেই সহনশীলতা বিশ্বাস করে না, জঙ্গিবাদকে মদত দেয়, তাদের মুখে এসব কথা মানায় না।

ধর্মরক্ষায় গ্রামবাসীদের বৈঠক হল মথুরাপুরে

গত ১১ই অক্টোবর রবিবার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত তালুক পূর্ব রানাঘাটা গ্রামের ধর্মরাজ মন্দিরে হিন্দু সংহতির ডাকে একটি ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সব বয়সের গ্রামবাসীরা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয়। এছাড়া গ্রামের মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল ভাল সংখ্যায় বৈঠকে পাশের তুলসীঘাটা, রানাঘাটা বাজারের বহু যুবকও অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে হিন্দু সংহতির প্রদেশ কমিটির সদস্য রাজকুমার সর্দার, স্থানীয় কার্যকর্তা যুধিষ্ঠির মন্ডল, নিমপীঠের কৃপাচার্য হালদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমার সর্দার তার বক্তব্যে কিছুদিন পূর্বে রানাঘাটা বাজারে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের কথা তুলে ধরেন এবং হিন্দুদের জয়লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, " আমাদের সবাইকে এক হয়ে মুসলিম আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তা নইলে আমাদেরকে ভিটে মাটি ছাড়া হতে হবে।" এছাড়া যুধিষ্ঠির মন্ডল, কৃপাচার্য হালদার অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শেষে সমবেত সকলের 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনিতে অনুষ্ঠানস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি বর্ধমানে সমুদ্রগড়ে

গত ২৮ শে অক্টোবর, বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড় থানার অর্ন্তগত গোয়ালপাড়ার বাসিন্দা লিঙ্কু বর্মন, উনার স্ত্রী ও শ্যালিকা স্থানীয় নান্দাই বাজার থেকে কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই সময় ধোপার মোড়ের কাছে আবু বক্কর সৈয়দ (পিতা-আবু বক্কর) ও মনিরুল সেখ (পিতা - আনারুল সেখ) তাদের পথ আটকায়। তারা প্রথমেই ঝাঁপিয়ে পড়ে লিঙ্কুবাবুর শ্যালিকা বীণা দাসের (১৭ বছর) ওপর, বীণার সাইকেল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, চুলের মুঠি ধরে মারতে থাকে। এছড়া লিঙ্কুবাবু ও ওনার স্ত্রীকেও মারধর করে। পরে স্থানীয় হিন্দু সংহতির কর্মী সঞ্জিত শর্মার সহযোগিতায় সমুদ্রগড় নাদনঘাট থানায় আবু বক্কর সৈয়দ ও মনিরুল সেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন; যার এফ আই আর নং- ২৮১/১৫। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ ৩৪১, ৩২৩, ৩২৫, ৩৫৪, ৫০৬ ও ৩৪৯(সি) আই পি সি ধারায় মামলা রুজু করেছে, তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে সমুদ্রগড় - নাদনঘাট থানার ওসি দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দিয়েছেন।

তসলিমার বিস্ফোরক মন্তব্য ঃ ভারতের বেশিরভাগ লোক মুসলিমপন্থী

দাদরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি সাহিত্যিক মহলে তাদের সাহিত্য পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। বুদ্ধিজীবী মহল এই ঘটনার নিন্দা করতে গিয়ে যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্র বিপন্ন বলে একটা 'গেল গেল' রব তুলেছেন তাঁরা। আর এসব নিয়ে নিজের ট্যুইটার অ্যাকাউন্টে মুখ খুলেছেন নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

যাঁরা পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন লেখিকা। এঁদের সুবিধাবাদী বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এর আগেও তো অসংখ্য দাদরির মতো ঘটনা ঘটেছে, তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না এই লেখিকা। সম্প্রতি একটি জাতীয় ইংরাজী দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা ঝড় তুলেছে এ দেশের বোদ্ধা মহলে। তিনি বলেছেন অন্যায়ের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লেখকেরা তাঁদের পুরস্কার ফেরাচ্ছেন, এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু যেদিন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হল, যখন তার বই প্রকাশ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল, সেদিন এইসব লেখক বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করেন নি। এরপরই তিনি তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্যটি করে বলেন, এর কারণ হল ভারতে বেশিরভার ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরাই মুসলিমপন্থী এবং হিন্দুবিরোধী। তারা সবসময়ে হিন্দু মৌলবাদীদের কাজের বিরোধিতা করে আর কট্টর মুসলিম মৌলবাদীদের জঘন্য কাজকর্মকে সমর্থন করেন।

ভারতে ভোটের স্বার্থে রাজনীতিকরা মুসলিম তোষণ করে থাকেন। মুসলিমরা এতটাই বেশি সুযোগ সুবিধা পায় যে অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রে গণতন্ত্রই ধর্ষিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি।

কলিগ্রামে বিডিও প্রহৃত সংখ্যালঘুদের হাতে

মহরমের দিন পানীয় জলের কল ভাঙাকে কেন্দ্র করে মালদা জেলার চাঁচল থানার অন্তর্গত কলিগ্রাম রণক্ষেত্রের রূপ নিল। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে কলিগ্রাম মোড়ে একটি ডিপ্ টিউবওয়েল রয়েছে। সেখান থেকে গ্রামের দুশো পরিবার পানীয় জল নেয়। অভিযোগ, মহরমের মিছিলের থেকে কিছু মুসলিম যুবক কলটি ভেঙে দেয়। এরপর সকাল থেকেই হিন্দু অধ্যুষিত ওই এলাকা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

শনিবার ওই এলাকা দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা যখন তাজিয়া নিয়ে যাচ্ছিল ক্ষিপ্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাদের বাধা দেয়। এর জেরে শুরু হয় বচসা। তা থেকে মারামারি। এরপর মুসলমানরা ওই এলাকার একটি দুর্গামন্ডপে ভাঙচুর করে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। খবর পেয়ে চাঁচল থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের সঙ্গে বিডিও মহাশয় ছিলেন। উভয় পক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসেন বিডিও সুমন চক্রবর্তী। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এই সময়ে বিডিও-কেও মুসলমানরা মারধোর করে। যদিও প্রশাসন থেকে এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন আছে।

লাভজেহাদের শিকার লতা বর্মন ঃ প্রতিরোধে উত্তাল নাজিরহাট

কোচবিহার জেলার দিনহাটার -২ ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রাম নাজিরহাট। এখানকার দুই যুবক যুবতীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠা ও চলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে, নাজিরহাট -২ গ্রামপঞ্চায়েতের শেওড়াফুলির কলেজ ছাত্রী লতা বর্মনের সঙ্গে নাজিরহাট -১ গ্রামপঞ্চায়েতের শিকারপুরের সাদ্দাম হোসেনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেয়ের বাড়ির লোক এই সম্পর্ক কোনভাবেই মেনে নেয়নি। এই নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে গ্রামে সালিশি সভা বসে। এরপর ওই যুবককে বাড়ির লোকেরা দিল্লী পাঠিয়ে দেয়। এরই মধ্যে মেয়েটির সাথে ব্লকের বুড়িরহাট -১ পঞ্চায়েতের এক সদস্যের সাথে বিয়ে ঠিক হয়। হয় রেজিস্ট্রিও। এদিকে লক্ষীপুজোর দিনকয়েক আগে নাজিরহাট -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুরের ওই যুবক দিল্লী থেকে ফিরে আসেন এবং ২৮ শে অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যান। মেয়ের খোঁজ না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে সাদ্দাম হোসেন, পিতা- রাজতুল্লা হোসেন, ছেলের দুই কাকা গোলাম সানোয়ার ও আমাজাদ হোসেনের নামে দিনহাটা থানায় অভিযোগ জানানো হয়। এই ঘটনা জানাজানি হতেই নাজিরহাট বাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। উত্তেজিত হিন্দুরা সাদ্দাম হোসেনের বাড়ি ও দোকানঘরে ভাঙচুর করে হিন্দুরা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার খবর পেয়েই জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত, দিনহাটা থানার আই সি সঞ্জয় ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। রাতেই সেখানে যান বিধায়ক উদয়ন গুহ, মহকুমাশাসক কৃষ্ণাভ ঘোষ প্রমুখ। ওই ছাত্রীর পরিজনদের অভিযোগ, ওই যুবক লোকজন নিয়ে বাড়ি থেকে জোর করে মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ যুবকের বাবা ও দুই কাকাকে গ্রেপ্তার করেছে। ছেলেটির খোঁজ চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ ৪৪৭, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৫০৬, ৩৪ আই পি সি ধারায় মামলা রুজু করেছে।

৬ পাতার শেষাংশ

নিছক মানবিকতার কারণে গো-সংরক্ষণ আজ আবশ্যক

কেউ সাধারণভাবে গরু খেলে আমার কোন আপত্তি নেই। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীর সাথে গভীর ভাবে মিশে দেখেছি তারা সবদিক দিয়ে হিন্দু হলেও গরু খায়। আদি শঙ্করাচার্যের কেরলেও বহু হিন্দু গরু খায়। এতে তাদের হিন্দুত্বে বিন্দুমাত্র ফিকে হয়ে যায় বলে আমি মনে করি না। তারা এই দেশকে ভালোবাসে, দেশের অখন্ডতা রক্ষায় জীবন দেওয়াকে তারা ধর্ম মনে করে। তাই গরু খেলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু ভারতের বৃহত্তম হিন্দু সমাজের নৈতিক মনোবল ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতের সংবিধান ও আইনকে অপমানিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতের বুকে বসে বিচ্ছিন্নতাবাদের এর ভাবনাকে জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে গোহত্যা করার প্রবণতা মুসলমানদের ত্যাগ করা উচিত।

পরিশেষে সেকু-মাকু ভাইদের কাছে বিনম্র নিবেদন, মুসলমানদের এই গোহত্যা করার আগ্রহের পিছনে motive টাকে অনুধাবন করুন। এদের সমর্থন করার অর্থ হচ্ছে ভারত ভাঙার চক্রান্তকে সমর্থন করা। এদের শক্তিবৃদ্ধি করার অর্থ হচ্ছে সেকুলারিজমকে হত্যা করা,লিবারালিজমকে হত্যা করা, লিবারলিজমকে ধ্বংস করা। রুশদী, তসলিমা, হুমায়ুন আজাদ থেকে শুরু করে সম্প্রতি নিহত মুক্তমনা ব্লগারদের পরিণতির কথা ভাবুন। যে কোন এলাকার সেকুলার, লিবারাল পরিবেশ সেখানকার মুসলিমদের শক্তির সাথে inversely proportional! মানলাম আপনারা শিক্ষিত, চাড়িরা অশিক্ষিত। কিন্তু মাঝনদীতে ঝড় উঠলে সেই অশিক্ষিত মাঝিই কিন্তু আপনাদের মত বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাইদের পরিত্রাতা, সেই অশিক্ষিত চাড়িরা গদা হাতে না দাঁড়ালে মুক্তমনা ব্লগারদের মত আপনাদের জীবনটাও যে ষোল আনাই মিছে এটা ভুলবেন না।

দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও ছটপূজা
উপলক্ষে
সমস্ত জাতীয়তাবাদী জনগণকে জানাই
গৌরিক অভিনন্দন
হিন্দু সংহতি
হিন্দু সংহতি

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686